Through Knowledge towards Jannah

Islamic Online Madrasah – IOM

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

রিসার্চের বিষয়ঃ

ইসলামে নারীদের কর্মসংস্থান

তত্ত্বাবধায়নেঃ

আব্দুল ওয়াহিদ

রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট।

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

জমা দিয়েছেনঃ

নাসরিন সুলতানা (আঁখি)

রোলঃ ২১৫০০৭৫৫

৪ ডিসেম্বর, ২০২৩ ইং

Through Knowledge towards Jannah

Islamic Online Madrasah – IOM

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

রিসার্চের বিষয়ঃ

ইসলামে নারীদের কর্মসংস্থান

এই রিপোর্ট টি ইসলামিক অনালাইন মাদ্রাসার ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজের একটি আনুসাঙ্গিক রিপোর্ট।

তত্ত্বাবধায়নেঃ

আব্দুল ওয়াহিদ

রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট।

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

জমা দিয়েছেনঃ

নাসরিন সুলতানা (আঁখি)

রোলঃ ২১৫০০৭৫৫

Through Knowledge towards Jannah

Islamic Online Madrasah – IOM

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

প্রত্যয়ন পত্র

এই মর্মে প্রত্যয়ন করা যাচ্ছে যে, "ইসলামে নারীদের কর্মসংস্থান" বিষয়ক গবেষণাপত্র টি আমার তত্ত্বাবধানে ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ ডিপার্টমেন্ট থেকে নাসরিন সুলতানা (আঁখি), আইডিঃ ২১৫০০৭৫৫ বিচক্ষনতার সাথে সম্পন্ন করেছেন।

(স্বাক্ষর)

তত্ত্বাবধায়নেঃ

আব্দুল ওয়াহিদ
রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট।
ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

(স্বাক্ষর)

এক্সটারনালঃ

নাম:
ডিপার্টমেন্ট:
প্রতিষ্ঠান:

ঘোষণাপত্র

আমি নিম্নস্বাক্ষরকারী এ মর্মে ঘোষণা করছি যে, "ইসলামে নারীদের কর্মসংস্থান" শিরোনামে এই গবেষণাপত্র ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসার (Islamic Online Madrasah – IOM) ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগের আব্দুল ওয়াহিদ উস্তাদের প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে ও নির্দেশনায় সম্পন্ন করেছি। অন্য কোন বিশ্ববিদ্যালয় বা প্রতিষ্ঠানে কোন প্রকার ডিগ্রি/ডিপ্লোমা অর্জনের জন্য বা প্রকাশের জন্য গবেষণাপত্র সম্পূর্ণ কিংবা এর অংশবিশেষ উপস্থাপন করা হয়নি।

আমি আরও ঘোষণা করছি যে, এই গবেষণা কর্মটি আমার নিজস্ব মৌলিক রচনা। আমার জানা মতে ইতিপূর্বে আর কোন ব্যক্তি এই শিরোনামে কোন গবেষণাপত্র রচনা করেননি।



(স্বাক্ষর)

নাসরিন সুলতানা (আঁখি)

আইডিঃ ২১৫০০৭৫৫

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ।

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা।

তারিখঃ

৪ ডিসেম্বর,২০২৩ ইং

সূচিপত্র

বিষয়বস্তু	পৃষ্ঠা সংখ্যা
ইসলামে নারীর উপার্জন	৫
-নারী তার স্বামীর ঘরের দায়িত্বশীল	৫
-নারীর প্রধানতম কাজ কী?	৬
-নারীর দায়মুক্তির কারণ	৬
-নারীর কর্মযজ্ঞ ও ইসলাম	৭
-কাজে নারীর সুযোগ	৭
-যেসব শর্তে নারীরা ঘরের বাইরে কাজে যেতে পারে	৮
নারীর কর্মসংস্থান : শরয়ী দৃষ্টিভঙ্গি	৯
-ইসলামী আইনে নারীর দায়িত্ব ও কর্তব্য	১১
-নারীর কর্মসংস্থান	১৪
-ইসলামী আইনে নারীর অবস্থান	১৮
-নারীর কর্মসংস্থান : বিশিষ্টজনের দৃষ্টিভঙ্গি	২০
-গৃহবিমুখ নারী : পরিপ্রেক্ষিত সামাজিক অবক্ষয়	২৪
ইসলামের স্বর্ণযুগে নানা পেশায় নারী	২৯
ফ্রিল্যান্সিং হতে পারে মুসলিম নারীর বিকল্প কর্মসংস্থান	৩৩
খাদিজা রাদ্বিয়াল্লাহু কি মুমিন নারীদের ব্যবসার আইডল ?	৩৭
খাদিজা (রা.)-র ব্যবসা পরিচালনার ১০টি রীতি	৪২
চাকরি বা ব্যবসা বিষয়ক প্রশ্নোত্তর	৪৯
উপসংহার	৫০
ব্যক্তিগত কলাম	৫২

ইসলামে নারীর উপার্জন



আল্লাহতায়ালা নারী-পুরুষকে যেভাবে স্বভাবগত এবং গঠনগত স্বাতন্ত্র্য দিয়ে সৃষ্টি করেছেন, তেমনিভাবে জাগতিক ও ধর্মীয় জীবনে তাদের কর্মপন্থা ও দায়বদ্ধতায়ও বৈচিত্র্য রেখেছেন। নারীর গঠনগত ও মনস্তাত্ত্বিক কিছু ব্যবধান বিবেচনায় ইসলামি আইনে তাদের দায়িত্ব-কর্তব্য প্রণালিতেও বিধানগত কিছু ভিন্নতা রয়েছে। আল্লাহতায়ালা নারীদের উদ্দেশে বলেন, ‘তোমরা ঘরের অভ্যন্তরে অবস্থান করো।’ (সুরা আহজাব : ৩৩)। আয়াতটিতে পর্দার বিধানের সঙ্গে নারীর দায়িত্বের সীমারেখা সম্বন্ধেও সুস্পষ্ট নির্দেশনা রয়েছে। তা হলো, সে তার স্বামীর সংসারের প্রধান রক্ষণাবেক্ষণকারী।

নারী তার স্বামীর ঘরের দায়িত্বশীল

পুরুষরা ক্ষেত-খামার, অফিস-আদালত, চাকরি-বাকরি এবং ব্যবসা-বাণিজ্যসহ নানা কায়িক শ্রম ব্যয় করে মাথার ঘাম পায়ে ফেলে সংসার পরিচালনার কাঁচামাল সংগ্রহ করবে। আর নারী সে কাঁচামালের সুন্দর ব্যবহারে সংসারকে সুখময় করে তুলবে। এটাই ইসলামের শিক্ষা। নারী যখন বাবার ঘরে থাকবে, তখনও তার সংসার পরিচালনার আর্থিক দায়িত্ব তার ওপর আরোপিত নয়। ঘরোয়া পরিবেশে থেকেই সে তার শিক্ষা-দীক্ষাসহ যাবতীয় যোগ্যতা অর্জনে মনোযোগী হবে। স্বামীর ঘরে গিয়েও সে তার সংসারের নতুন রাজ্যকে সবটুকু গুণ-বৈশিষ্ট্য দিয়ে সুখী ও সমৃদ্ধ করে তুলবে। এটিই তার প্রধানতম দায়িত্ব। এর বাইরে তার ওপর অতিরিক্ত কোনো দায়িত্বারোপ করা হয়নি ইসলামে। এমনকি কোনো স্বামীর জন্য তার স্ত্রীকে ঘরের বাইরের কাজে অংশগ্রহণ করতে বাধ্য করার সুযোগ নেই। রাসুল (সা.) বলেন, ‘প্রত্যেক নারী তার

স্বামীর ঘরের ব্যাপারে দায়িত্বশীল। আর কেয়ামতের দিন সে তার এ দায়িত্ব সম্পর্কে জিজ্ঞাসিত হবে।' (বোখারি : ৮৯৩)।

নারীর প্রধানতম কাজ কী?

নারীর প্রধানতম কর্তব্য হলো, স্বামীর ঘর-সংসার পরিচালনা করা, তার পরিবারের সার্বিক দিক লক্ষ্য রাখা, তার সন্তানদের প্রতিপালন, পরিচর্যা করে শিক্ষা-দীক্ষাসহ সার্বিকভাবে উপযোগী করে তোলা এবং স্বামীর সঙ্গে সদ্ভাব বজায় রাখা। (আল মাউসুআতুল ফিকহিয়্যাহ : ৭/৮২)। অন্যদিকে নারীর খাদ্য, বস্ত্র, বাসস্থানসহ ব্যক্তিগত প্রয়োজনীয় ব্যয়, সংসার পরিচালনা ও সন্তানাদিসহ পারিবারিক ও সামাজিক অন্যান্য ব্যয়ভার থেকে নারীকে সম্পূর্ণরূপে দায়মুক্ত রাখা হয়েছে। এ ব্যাপারে তার ওপর কোনো দায়বদ্ধতা নেই। যাবতীয় দায়ভার স্বামী বা পিতার ওপর আরোপিত হয়েছে। (প্রাগুক্ত)।

নারীর দায়মুক্তির কারণ

শক্তি, ক্ষমতা ও বুদ্ধির বিবেচনাসহ কিছু স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্য দিয়ে পুরুষকে নারীর সেবক হিসেবে নিয়োগ দেওয়া হয়েছে। নেতৃত্বের প্রধান উৎস-উপাদান হলো, সেবাব্রত। সেবার যাবতীয় দায়িত্ব দিয়ে পুরুষকে নারীর অভিভাবক বানানো হয়েছে। আল্লাহতায়ালা বলেন, 'পুরুষ নারীর ব্যবস্থাপক। কারণ, আল্লাহ তাদের একজনকে অপরের ওপর মাহাত্ম্য দান করেছেন এবং তারা তাদের ধন-সম্পদ (নারীদের ওপর) ব্যয় করে। সুতরাং সতী-সাধ্বী নারীরা হয় অনুগতা এবং আল্লাহতায়ালা যেসব বিষয় হেফজতযোগ্য করেছেন, লোকচক্ষুর অন্তরালে তারা তার হেফাজত করে।' (সুরা নিসা : ৩৪)। রাসুল (সা.) বলেন, 'তোমরা তোমাদের স্ত্রীদের ব্যাপারে আল্লাহতায়ালাকে ভয় করো। কারণ, তোমরা তাদের আল্লাহর নিরাপত্তা সূত্রে গ্রহণ করেছ এবং তোমরা তাদের সতীত্বকে আল্লাহর বিধানের বিনিময়ে বৈধ করে নিয়েছ। তোমাদের ওপর তাদের সঙ্গত ভরণ-পোষণের ব্যবস্থা গ্রহণ করা আবশ্যক।' (মুসলিম : ১২১৮)।

নারীর কর্মযজ্ঞ ও ইসলাম

ইসলামের দৃষ্টিতে নারী যেমন জ্ঞান-বিজ্ঞানে, শিক্ষা লাভে অগ্রসর হতে পারে, তেমনি কৃষি ও ব্যবসার কাজে পরোক্ষ অংশগ্রহণ করারও সম্পূর্ণ অধিকার রাখে। জীবিকার জন্য বিভিন্ন কাজ-কারবার, শিল্প-কারখানা স্থাপন, পরিচালনা বা তাতে কাজ করারও অধিকার রয়েছে নারীদের। সেই সঙ্গে সমাজ ও জাতির কল্যাণমূলক বহুবিধ সামষ্টিক কাজ আঞ্জাম দেওয়াও তাদের জন্য নিষিদ্ধ নয়। কিন্তু এর অর্থ এই নয়, নারীদের এসব কাজে নেমে যেতে হবে এবং এসব করা তাদের জন্য একান্ত জরুরি হয়ে পড়েছে। নারীরা এসব কাজে ঝাঁপিয়ে পড়ুক, ইসলামে তা কাম্য নয়। তবে পরিবার বা সমাজে এমন কিছু পরিস্থিতি সৃষ্টি হয়, যার কারণে নারীদেরও কর্মসংস্থানের প্রয়োজন পড়ে। তখন যথাসাধ্য শরঈ বিধান পালন সাপেক্ষে নারীদের জন্যও কর্মসংস্থানের অনুমতি ইসলাম দিয়েছে। এমনকি নারীরা যদি দায়িত্ব ও কর্তব্যের বাইরে গিয়ে কর্মসংস্থান করতে আগ্রহ বোধ করে, তবে পিতা বা স্বামীর অনুমোদন এবং শরঈ বিধান পালন সাপেক্ষে তারও অনুমতি রয়েছে। সে ক্ষেত্রে কাউকে নিরুৎসাহিত করাও রীতি নয়। তবে তাদের আলাদা কর্মক্ষেত্রের ব্যবস্থা করতে হবে, এটাই ইসলামের দাবি। আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা.)-এর স্ত্রী নিজ ঘরে বসে শিল্পকর্ম করতেন এবং তা বিক্রি করে ঘর-সংসারের খরচাদি চালাতেন। একদিন তিনি রাসুল (সা.)-এর কাছে এসে বললেন, 'আমি একজন কারিগর মেয়ে। আমি আমার তৈরি করা দ্রব্যাদি বিক্রি করি। এ ছাড়া আমার ও আমার স্বামীর এবং আমার সন্তানদের জীবিকার অন্য কোনো উপায় নেই।' রাসুল (সা.) বললেন, 'এভাবে উপার্জন করে তুমি তোমার সংসারের প্রয়োজন পূরণ করছ। এতে তুমি বিরাট সওয়াবের অধিকারী হবে।' (মুসনাদে আহমদ : ১৬১৩০, ১৬০৮৬)।

কল্যাণমূলক কাজে নারীর সুযোগ

ইসলামি শরিয়ত নারী সমাজকে মানবতার সেবা ও কল্যাণমূলক কাজে নিয়োজিত হওয়ার সুযোগ দিয়েছে। উপার্জনের জন্য কাজ করা এবং প্রয়োজনের মুহূর্তে সেজন্য ঘরের বাইরে যাওয়া নারীদের জন্য নিষিদ্ধ নয়। তবে তাতে নারী-পুরুষের অবাধ

মেলামেশা ও বন্ধুত্ব-সখ্যতা করে ইসলামি বিধান লঙ্ঘন করা সম্পূর্ণ হারাম ও নিষিদ্ধ। ইসলাম নারীদেরকে কর্মসংস্থান গ্রহণের ব্যাপারে নিষেধাজ্ঞা আরোপ করেনি। তার জন্য ক্রয়-বিক্রয়, ব্যবসা-বাণিজ্য, প্রতিনিধি নিয়োগসহ যাবতীয় লেনদেনে অংশগ্রহণ করার অনুমতি আছে। যতক্ষণ সে এ জাতীয় কারবারে অংশগ্রহণ করে শরঈ বিধান ও আচরণবিধির ব্যাপারে যত্নবান থাকবে, ততক্ষণ তাকে এ থেকে নিবৃত্ত করার অধিকার কারও নেই। (আল মাউসুআতুল ফিকহিয়্যাহ : ৭/৮২)। মুফতি মুহাম্মদ শফি (রহ.) বলেন, 'যদি কোনো নারীর জীবিকা নির্বাহের জন্য প্রয়োজনীয় সামান বা অন্য কোনো পন্থা না থাকে, তবে সাজসজ্জা ছাড়া পর্দার সঙ্গে চাকরি ও কর্মসংস্থানের উদ্দেশে বের হওয়া তার প্রয়োজনে বাইরে বের হওয়ার অন্তর্ভুক্ত। তবে শর্ত হলো, সৌন্দর্য প্রকাশের জন্য বের না হওয়া; বরং বোরকা বা বড় চাদর গায়ে দিয়ে বের হবে।' (তাফসিরে মাআরিফুল কোরআন : ৭/১৩)।

যেসব শর্তে নারীরা ঘরের বাইরে কাজে যেতে পারে

নারীরা তিনটি শর্তে নিজ ঘরের বাইরে চাকরি বা কাজ করতে যেতে পারবে। তা হলো-

১. কাজটি গোনাহের না হওয়া।

২. নারীর কাজটি এমন স্থানে না হওয়া, যেখানে পরপুরুষের সঙ্গে একত্রে কাজ করতে হয়।

৩. কাজের জন্য এমন সাজসজ্জাসহ বের না হওয়া, যা ফেতনা-ফ্যাসাদের দিকে প্ররোচিত করে। (আল মাউসুআতুল ফিকহিয়্যাহ : ৭/৮৩-৮৪)।

ওলানা ইউসুফ লুধিয়ানবি (রহ.) বলেন, 'নারীর ভরণ-পোষণ স্বামীর দায়িত্বে। কিন্তু কোনো নারীর যদি উপার্জনে সক্ষম অভিভাবক না থাকে, তাহলে নিরুপায় অবস্থায় অর্থ উপার্জনের জন্য তার কর্ম বা চাকরি করার অনুমতি আছে। তবে এ জন্য শর্ত হলো, তার ভাব-গাম্ভীর্যতা এবং অনুকূল পরিবেশ ও পর্দার ব্যবস্থা থাকতে হবে। পরপুরুষের

সঙ্গে একত্রে দায়িত্ব পালন করা জায়েজ নেই।' (আপকে মাসায়েল আওর উনকা হলো : ৬/৩৮)।

তথ্যসূত্র # আলোকিতো বাংলাদেশ, মুনশি মুহাম্মদ উবাইদুল্লাহ, ২৪ জুলাই, ২০২২

নারীর কর্মসংস্থান : শরয়ী দৃষ্টিভঙ্গি



মহান আল্লাহর নিপুণ হাতে তৈরি অন্তহীন এ বিশ্বচরাচর। তিনি বিচিত্র সৃষ্টির অনুপম সৌন্দর্যে সাজিয়েছেন মহাজগতের দেহসৌষ্ঠব। সৃষ্টিজগতের মধ্য হতে মানব শ্রেণীকে আল্লাহ তা'আলা অতিশয় শ্রেষ্ঠত্ব দান করে সৃষ্টি করেছেন। এরপর তাদের মাঝে দায়িত্বকর্ম বণ্টন করে দিয়ে সে দায়িত্ববোধ সম্বন্ধে তাদের সচেতন ও সজাগ করে দিয়েছেন। এ সম্বন্ধে আল্লাহ তা'আলা বলেন, তুমি তোমার সুমহান প্রতিপালকের নামের পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা কর, যিনি সৃষ্টি করেন ও সুঠাম করেন এবং যিনি পরিমিত বিকাশ সাধন করেন ও পথনির্দেশ করেন। ('সূরা আ'লা'- ১-৩)

এ মহাজগতের স্থাপত্য শৈলিতে সবটুকু সৌন্দর্যই তিনি ব্যবহার করেছেন। এতে সামান্যতম খুঁত ধরার সুযোগ কারো জন্য রাখা হয় নি। তেমনিভাবে মানব জাতির শ্রেণীর বিন্যাস কি হবে, কার মাঝে কি স্বাতন্ত্র বৈশিষ্ট নিহিত থাকবে, কার জন্য কি কি বিষয় উপযোগী হবে, দায়বদ্ধতার শ্রেণী বিন্যাসের ক্ষেত্রে কি কি বিষয় অবকাঠামো হিসেবে বিবেচিত হবে মানব সৃষ্টির সময় ইত্যকার বিষয়গুলোর প্রতি মহামহিমের মনোনিবেশে সামান্যতম ঘাটতি ছিল না। আল্লাহ তা'আলা মানব শ্রেণীর মাঝে গঠনগত এবং গুণগত স্বাতন্ত্র্য সৃষ্টির পাশা পাশি তাদের মাঝে বিধানগত বৈচিত্রও এনে দিয়েছেন। বিত্তশালী একজন মানুষের উপর হজ্বব্রত ও যাকাত বিধান আবশ্যক করা

হলেও বিত্তহীন মানুষটিকে এ দায়বদ্ধ থেকে মুক্ত রাখা হয়েছে। দৈহিক এবং মানসিকভাবে সুস্থ সবল একজন মানুষের উপর যে দায়বদ্ধতা আরোপিত হয়েছে বিকলাঙ্গ বা প্রতিবন্ধি একজন মানুষের ক্ষেত্রে হুবহু সে দায়বদ্ধতা আরোপিত হয়নি। তাদের বিধি-নিষেধে বেশ শিথিলতা এসেছে। এটিই মূলত স্বভাবজাত এবং বিশ্বজনীন ধর্মাদর্শের মাপকাঠি।

মানবজাতি নারী পুরুষ প্রধানতম এ দুটি শ্রেণীতে বিভক্ত। এ বিভক্তি শুধু মানব শ্রেণীর মাঝেই সীমাবদ্ধ নয়; প্রাণ সঞ্চারিত প্রতিটি জীব এমন কি উদ্ভিদ জগতেও সমভাবে বিদ্যমান। এ বিভক্তি বিন্যাসকে কেন্দ্র করে উদ্ভিদ, বৃক্ষরাজি এবং অন্যান্য প্রাণীকুলের কার্যকারিতা ও কর্মপন্থায়ও বেশ ব্যবধান ও বৈচিত্র লক্ষণীয়। কুদরতী এ বৈষম্য ও বৈচিত্র বিশ্ব ব্যবস্থার জন্য অতি আবশ্যকীয় একটি উপাদান হিসেবে গৃহীত। নতুবা অধিকারগত এবং কর্মপন্থাগত জীবন যাত্রায় ব্যবধান বৈচিত্রের সীমানা প্রাচীরকে ধূলোয় মিশিয়ে দেয়া হলে মহাজাগতিক বিশ্বব্যবস্থা অতি আবশ্যিকভাবে অকেজো হয়ে পড়বে। আল্লাহ তা'আলা নারী পুরুষকে যেভাবে স্বভাবগত এবং গঠনগত স্বাতন্ত্র দিয়ে সৃষ্টি করেছেন তেমনিভাবে জাগতিক ও ধর্মীয় জীবনে তাদের কর্মপন্থা ও দায়বদ্ধতায়ও বৈচিত্র তৈরি করে দিয়েছেন। এটা সৃষ্টির প্রতি মহামহিমের অতিশয় দয়াদ্র আচরণ বৈ কিছুই নয়।

আজ নারী পুরুষের আধিকারিক সমতার ব্যাপারে বেশ উচ্চ বাচ্চ হচ্ছে। এ উচ্চ বাচ্চের সূতিকাগার কোথায়? কারা কেন কি স্বার্থে এ সমবিধানের আওয়াজ তুলেছে? পৃথিবীতে আজকের সভ্যতাই প্রথম এবং একমাত্র সভ্যতা নয়। এর আগে বহু সভ্যতার অতীত হয়েছে। সেসব সভ্যতার কাছে আজকের প্রযুক্তিগত সভ্যতা অনেক ক্ষেত্রেই মস্তকাবনত করতে বাধ্য হচ্ছে। তো সেসব সভ্যতা কি সমধিকারের আদলে রচিত হয়েছিল? কিংবা তখনো কি এ জাতীয় কীম্ভুতকীমার আওয়াজ উচ্চকিত ছিল? না কি তারা এ একটি বিষয়ে অসভ্য জীবন যাপনে অভ্যস্ত ছিল? আজকের পৃথিবীটাকে নাস্তিক্যবাদের আওয়াজে মুখরিত মনে হলেও উচ্চারকদের সংখ্যা খুবই নগণ্য। তো এ পৃথিবীর বৌদ্ধ, খ্রীষ্টান, ইয়াহুদী, সনাতন (হিন্দু) নামের যে প্রধান ধর্মগুলো রয়েছে সমধিকারের ব্যাপারে এসব ধর্মগুলোর বিশুদ্ধ অবিকৃত মূল বক্তব্য কি? আজকাল মিডিয়াতে 'পুরুষতান্ত্রিক

সমাজ ব্যবস্থা' নামের একটি শব্দের বেশ ব্যবহার লক্ষ্য করা যায়। কিন্তু পৃথিবীর ইতিহাসে 'নারীতান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থা'র স্থানকাল কোন শতাব্দিতে কোন সভ্যতায় গত হয়েছে? পৃথিবীর ইতিহাসে অসংখ্য আইন ব্যবস্থা প্রণিত হয়েছে। কোন আইন ব্যবস্থায় 'নারীতান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থা'র জয়জয়কার ছিল? আমরা বক্ষমান নিবন্ধে সমঅধিকারের মূলধারার সাথে সংযুক্ত নারীর কর্মসংস্থান বিষয়ে ইসলামী আইনগত দৃষ্টিকোণ থেকে কিছুটা আলোচনা করার প্রয়াস পাবো।

ইসলামী আইনে নারীর দায়িত্ব ও কর্তব্য

নারীর গঠনগত ও মনস্তাত্তিক কিছু ব্যবধান বিবেচনায় ইসলামী আইনে তাদের দায়িত্ব ও কর্তব্যপ্রণালীতেও বিধানগত কিছু বৈচিত্র রাখা হয়েছে। আল্লাহ তা'আলা নারীদের উদ্দেশ্য করে বলেন,

তোমরা গৃহাভ্যান্তরে অবস্থান করো। ('সূরা আহযাব'- ৩৩)

আয়াতটিতে পর্দা বিধানের সাথে সাথে নারীর দায়িত্বের সীমা রেখা সম্বন্ধেও সুস্পষ্ট নির্দেশনা রয়েছে। আর তা হলো সে তার সংসারের প্রধান কন্ট্রোলার। পুরুষরা ক্ষেত খামার, অফিস আদালত, চাকরি বাকরি এবং ব্যবসা বণিজ্যসহ নানা কায়িক শ্রম ব্যয় করে মাথার ঘাম পায়ে ফেলে সংসার পরিচালনার কাচামাল সংগ্রহ করবে। আর নারী সে কাচামালের সুন্দর ব্যবহারে সংসারকে সুখময় করে তুলবে। নারী যখন বাবার ঘরে থাকবে তখনও তার সংসার পরিচালনার আর্থিক দায়িত্ব তার উপর আরোপিত হয় নি। ঘরোয়া পরিবেশে থেকেই সে তার শিক্ষা দীক্ষাসহ যাবতীয় যোগ্যতা অর্জনে মনোযোগী হবে। স্বামীর গৃহে গিয়েও সে তার সংসারের নতুন রাজ্যকে সবটুকু গুণ বৈশিষ্ট দিয়ে সুখী ও সমৃদ্ধ করে তুলবে। এটিই তার প্রধানতম দায়িত্ব। এর বাইরে তার উপর অতিরিক্ত কোনো তার দায়িত্বারোপ করা হয়নি। কোনো স্বামীর জন্য তার স্ত্রীকে বাহিরের কাজে অংশগ্রহণ করতে বাধ্য করার কোনো সুযোগ নেই। এ প্রসঙ্গে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন,

প্রত্যেক নারী তার স্বামীর গৃহের ব্যাপারে দায়িত্বশীল। আর কিয়ামতের দিন সে তার এ দায়িত্ব সম্পর্কে জিজ্ঞাসিত হবে। (সহীহ বুখারী, হা.নং ৮৯৩)

ইসলামী আইনের গ্রন্থগুলোতে স্পষ্ট করে বলা হয়েছে,

নারীর প্রধানতম কর্তব্য হলো, তার ঘর সংসারকে পরিচালনা করা, তার পরিবারের সার্বিক দিক লক্ষ্য রাখা, তার ছেলে সন্তানদের প্রতিপালন পরিচর্যা করে শিক্ষা দীক্ষাসহ সার্বিকভাবে উপযোগী করে তোলা এবং তার স্বামীর সাথে সদ্ভাব বজায় রাখা। (আল মাউসূআতুল ফিকহিয়্যাহ আল কুয়ইতিয়্যাহ, ৭/৮২)

অন্যদিকে নারীর খাদ্য বস্ত্র বাসস্থানসহ ব্যক্তিগতপ্রয়োজনীয় ব্যায়, সংসার পরিচালনা ও সন্তান সন্ততিসহ পারিবারিক ও সামাজিক অন্যান্য ব্যয়ভার থেকে নারীকে সম্পূর্ণরূপে দায়মুক্ত রাখা হয়েছে। এ ব্যাপারে তার উপরকোনো দায়বদ্ধতা নেই। যাবতীয় দায়ভার স্বামী বা পিতার উপর আরোপিত হয়েছে। ইসলামী ফিকহেরগ্রন্থগুলোতে স্পষ্ট করে বলা হয়েছে,

নারীর যাবতীয় ব্যয় নির্বাহ করা পিতা অথবা স্বামীর উপর আবশ্যক। (প্রাগুক্ত)

নারীর এত দায়মুক্তি এত স্বাধীনতা কেন? কেন সমাজ সংসারের যাবতীয় দায়ভার পুরুষে ঘাড়ে চাপিয়ে দেয়া হয়েছে? এর কারণ হলো শক্তি ক্ষমতা বুদ্ধি বিবেচনাসহ কিছু স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট দিয়ে পুরুষকে নারীর সেবক হিসেবে নিয়োগ দেয়া হয়েছে। নেতৃত্বের প্রধান উৎস-উপাদান হলো সেবাব্রত। সেবার যাবতীয় দায়িত্ব দিয়ে পুরুষকে নারীর অভিভাবক হিসেবে নিয়োগ দেয়া হয়েছে। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

পুরুষ নারীর ব্যবস্থাপক। কারণ আল্লাহ তাদের এককে অপরের উপর মাহাত্ম্য দান করেছেন। এবং তারা তাদের ধনসম্পদ (নারীদের উপর) ব্যয় করে। সুতরাং সতী সাধ্বী নারীরা হয় অনুগতা এবং আল্লাহ তা'আলা যেসব বিষয় হিফজতযোগ্য করেছেন লোকচক্ষুর অন্তরালে তারা তার হিফাজত করে। ('সূরা নিসা'- ৩৪)

অন্যত্র আল্লাহ তা'আলা বলেন,

জনকের কর্তব্য যথাবিধি তাদের (স্ত্রীদের) ভরণ-পোষণ করা। কাউকেও তার সাধ্যাতীত কার্যাভার দেয়া হয় না। ('সূরা বাকারা'- ২৩৩)

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে স্ত্রীর প্রতি পুরুষের দায়িত্ব সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হলে তিনি বলেন,

যখন তুমি আহার করবে তখন তাকেও (স্ত্রী) আহার করাবে, যখন তুমি বস্ত্র পরিধান করবে তখন তাকেও বস্ত্র পরিধান করাবে। (সুনানে আবু দাঊদ; হা.নং ২১৪২)

অন্য এক হাদীসে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন,

তোমরা তোমাদের স্ত্রীদের ব্যাপারে আল্লাহ তা'আলাকে ভয় করো। কারণ তোমরা তাদেরকে আল্লাহর নিরাপত্তা সূত্রে গ্রহণ করেছো। এবং তোমরা তাদের সতীত্বকে আল্লাহর বিধানের বিনিময়ে বৈধ করে নিয়েছো। তোমাদের উপর তাদের সঙ্গত ভরণ পোষণের ব্যবস্থা গ্রহণ করা আবশ্যক। (সহীহ মুসলিম; হা.নং ১২১৮, সুনানে তিরমিযী; হা.নং ১১৬৩)

বাহ্যত স্বামীর এ শ্রেষ্ঠত্ব অতিরিক্ত ক্ষমতা কিংবা দাপটের বিষয় নয়; বরং এটা তার দায় ও কর্তব্যের বিষয়, হাড়ভাঙ্গা পরিশ্রম করে মাথার ঘাম পায়ে ফেলে প্রিয় জীবনসঙ্গিনীকে আগলে রাখার নিখাদ বিবরণ। নারী জীবনের কোমল বিকাশে পুরুষকে দেয়া হয়েছে অভিভাবকত্বের ভার। আর শীতল ছায়ায় বসে ঘর গোছানো এবং সন্তানের সুন্দর ভবিষ্যত গড়ার তুলনামূলক সাহজিক দায়ভার তুলে দেয়া হয়েছে নারীর হাতে। পুরুষের জন্য দায়িত্বপূর্ণ মাহাত্ম্যকে পেশী শক্তির ক্ষমতা ভাবার কোনোই সুযোগ নেই। হাদীসের ভাষ্য এ ব্যাপারে বেশ স্পষ্ট। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন,

তোমার উপর তোমার স্ত্রীর পূর্ণ অধিকার রয়েছে। (সহীহ বুখারী; হা.নং ১৯৭৪)

অন্যদিকে নারীদেরকে পুরুষের সততা ও শ্রেষ্ঠত্বের মানদণ্ডরূপে ঘোষণা করা হয়েছে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন,

তোমাদের মধ্য হতে যে ব্যক্তি তার স্ত্রীর নিকট শ্রেষ্ঠ সেই তোমাদের মধ্যে সর্বোত্তম। (সুনানে তিরমিযী; হা.নং ৩৮৯৫)

নারীর কর্মসংস্থান

কর্মসংস্থান অর্থ এমন কর্মব্যবস্থাপনা যাতে অংশ গ্রহণ করে একজন মানুষ তার আর্থিক প্রবৃদ্ধি ঘটাতে সক্ষম হয়। তো এ জাতীয় কষ্টসাধ্য কর্মসংস্থানের প্রয়োজনীয়তা কখন দেখা দেয় বা এর প্রতি মানুষ কখন আগ্রহী হয়? এটা শতসিদ্ধ কথা, খাদ্য বস্ত্র বাসস্থান, শিক্ষা চিকিৎসাসহ জীবনের একান্ত প্রয়োজনীয় খাতের ব্যয় নির্বাহ করার জন্যই মানুষ কর্মসংস্থানের প্রতি মনোযোগী হয় বা হতে বাধ্য হয়। কিন্তু ইসলামী আইনে বিশেষ প্রয়োজন ব্যতিরেকে নারীর উপর ব্যয় নির্বাহের কোনো দায়বদ্ধতা চাপিয়ে দেয়া হয় নি। নারীর যাবতীয় ব্যয় নির্বাহ করবে পুরুষ। সুতরাং নারীর কর্মসংস্থানের কোনো প্রয়োজন নেই এবং থাকার কথাও নয়। স্বভাবজাত এবং প্রাকৃতিকভাবেই নারীরা সংসারী। ঘরোয়া কাজের সাথে তাদের সংশ্লিষ্টতা ও আগ্রহবোধ একান্তই সৃষ্টিগত। সে হিসেবে তারা নিজ আগ্রহেই সংসার পরিচালনা করে থাকে। এক্ষেত্রে যদি তাদেরকে সাংসারিক এবং প্রাসঙ্গিক ব্যয় নির্বাহের উদ্দেশে কর্মসংস্থানে যেতে বাধ্য করা হয় তবে এটা হবে তাদের উপর নিতান্তই বৈষম্যমূলক আচরণ। তাই ইসলামী আইন মতে নারীদেরকে কর্মসংস্থানমুখী করতে বাধ্য করার কোনো সুযোগ নেই।

তবে নারী সমাজের কর্মতৎপরতা কেবলমাত্র বিদ্যা শিক্ষা, জ্ঞান অর্জন ও চিন্তা-গবেষণার ক্ষেত্র পর্যন্তই সীমাবদ্ধ থাকবে ইসলাম এমন কথা বলেনি; বরং বাস্তব কাজে যথার্থ ভূমিকা পালনের জন্যে ইসলাম এক বিস্তীর্ণ ক্ষেত্র তাদের জন্যে উন্মুক্ত করে দিয়েছে। ইসলামের দৃষ্টিতে নারী যেমন জ্ঞান-বিজ্ঞানে শিক্ষা লাভে অগ্রসর হতে পারে, তেমনি কৃষি ও ব্যবসায়ের কাজে পরোক্ষ অংশগ্রহণ করারও সম্পূর্ণ অধিকার রাখে। জীবিকার জন্যে বিভিন্ন কাজ কারবার, শিল্প-কারখানা স্থাপন, পরিচালনা বা তাতে কাজ

করার ও অধিকার রয়েছে নারীদের। সেই সঙ্গে সমাজ ও জাতির কল্যাণমূলক বহুবিধ সামষ্টিক কাজ আঞ্জাম দেয়াও তাদের জন্যে কিছুমাত্র নিষিদ্ধ নয়। কিন্তু তার অর্থ এই নয় যে, নারীদের এসব কাজে নেমে যেতে হবে এবং এসব করা তাদের জন্য একান্ত জরুরী হয়ে পড়েছে। নারীরা এসব কাজে ঝাঁপিয়ে পড়–ক ইসলামে তা কাম্য নয়। তবে পরিবার বা সমাজে এমন কিছু পরিস্থিতি সৃষ্টি হয় যার কারণে নারীদেরও কর্মসংস্থানের প্রয়োজন হয়ে পড়ে। তখন যথাসাধ্য শরঈ বিধান পালন সাপেক্ষে নারীদের জন্যও কর্মসংস্থানের অনুমতি ইসলাম দিয়েছে। এমনকি নারীরা যদি দায়িত্ব ও কতর্ব্যরে বাহিরে গিয়ে কর্মসংস্থান করতে আগ্রহ বোধ করে তবে পিতা বা স্বামীর অনুমোদন এবং শরঈ বিধান পালন সাপেক্ষে তারও অনুমতি রয়েছে। সে ক্ষেত্রে কাউকে নিরুৎসাহিত করাও রীতি নয়। তবে তাদের আলাদা কর্মক্ষেত্রের ব্যবস্থা করতে হবে, এটাই ইসলামের দাবী। নারী-পুরুষের স্বাধীন ও অবাধ মেলামেশার ফলে সামাজিক জীবনে নৈতিক অধঃপতনের যে মারাত্মক ব্যধি দেখা দিয়েছে তা থেকে সমাজকে মুক্ত করার উদ্দেশেই ইসলামে পর্দা বিধান আরোপ করা হয়েছে। আজকের নারীরা পর্দাকে অবরোধ মনে করে বসে আছে। অথচ ইসলাম নারীকে শৃঙ্খলিত করে নি। পর্দার মাধ্যমে তার নিরাপত্তার ব্যবস্থা করেছে। তাকে বলেছে সংযত হতে, নিজেকে খোলা-খুলিভাবে প্রকাশ না করতে। শরীয়তের বিধি-নিষেধ মেনে প্রয়োজনে নারীরা গৃহের বাইরের কাজও আঞ্জাম দিতে পারে।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের যুগে একজন নারী সাহাবী তালাকপ্রাপ্তা হয়ে ঘরের বাইরে গিয়ে নিজের বাগানের খেজুর সংগ্রহ করার অনুমতি চাইলে রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে অনুমতি প্রদান করেন। জাবের ইবনে আব্দুল্লাহ রাযি. বলেন,

আমার খালা তালাক প্রাপ্তা হলে নিজেদের খেজুর বাগানে গিয়ে খেজুর সংগ্রহ করার ইচ্ছা করেন। তখন এক ব্যক্তি তাকে বের হতে নিষেধ করে। ফলে তিনি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে এসে এ ব্যাপারে জিজ্ঞেস করলেন। তখন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, ‘হ্যাঁ তুমি তোমার খেজুর সংগ্রহ করতে পার। আশা করি তুমি সদকাহ করবে অথবা সৎ কাজ করবে’। (সহীহ মুসলিম; হা.নং ১৪৮৩)

এখানে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে বাহিরে গিয়ে কাজ করার অনুমতি দিলেন। সাথে সাথে তাকে মানবতার স্বার্থে কল্যাণকর কাজ করার ব্যাপারেও উৎসাহ প্রদান করলেন। এর তাৎপর্য হলো, ইসলামী শরীয়তে নারী সমাজকেও মানবতার সেবা ও কল্যাণমূলক কাজে নিয়োজিত দেখতে চায়। কিন্তু তাতে যেন সীমালঙ্ঘন না হয় সে ব্যাপারেও ইসলামের সতর্ক বার্তা রয়েছে।

হযরত আবু বকর রাযি. এর কন্যা আসমা রাযি. বলেন,

যখন যুবায়ের রাযি. আমাকে বিবাহ করেন, তখন তার না ছিল সম্পত্তি, না ছিল চাকর-বাকর। একটা উট আর একটা ঘোড়াই ছিল তার সম্বল। ঘোড়াটাকে আমি ঘাস-পানি খাওয়াতাম। সাথে সেলাই ও গম ভাঙ্গার কাজও করতাম। আমি রুটি তৈরি করতে জানতাম না, আমার কয়েকজন ভাল আনসার প্রতিবেশী মহিলা আমাকে রুটি বানিয়ে দিতেন। কিছুদিন পরে রাসূল সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়াসাল্লাম যুবায়ের রাযি. কে একখণ্ড জমি দান করেন। সে জমি থেকে আমি শুকনো খেজুরের বীচি সংগ্রহ করে মাথায় বহন করে আনতাম। (সহীহ বুখারী; হা.নং ৫২২৪)

হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ রাযি. এর স্ত্রী নিজে ঘরে বসে শিল্পকর্ম করতেন এবং তা বিক্রি করে ঘর-সংসারের খরচাদি চালাতেন। একদিন তিনি নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট উপস্থিত হয়ে বললেন,

আমি একজন কারিগর মেয়েলোক। আমি তৈরি করা দ্রব্যাদি বিক্রি করি। এছাড়া আমার ও আমার স্বামীর এবং আমার সন্তানদের জীবিকার অন্য কোনো উপায় নেই। রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, ‘এভাবে উপার্জন করে তুমি তোমার সংসারের প্রয়োজন পূরণ করছো। এতে তুমি বিরাট সওয়াবের অধিকারী হবে।’ (মুসনাদে আহমদ; হা.নং ১৬১৩০, ১৬০৮৬)

ফিকহী বিশ্বকোষ আলমাউসূআতুল ফিকহিয়্যায় বলা হয়েছে,

ইসলাম নারীদেরকে কর্মসংস্থান গ্রহণের ব্যাপারে নিষেধাজ্ঞা আরোপ করেনি। তার জন্য ক্রয় বিক্রয় ব্যবসা বাণিজ্য প্রতিনিধি নিয়োগসহ যাবতীয় লেনদেনে অংশগ্রহণ করার অনুমতি আছে। যাবত সে এ জাতীয় কারবারে অংশগ্রহণ করে শরঈ বিধান ও আচরণ

বিধির ব্যাপারে যতœবান থাকবে ততক্ষণ তাকে এ থেকে নিবৃত্ত করার অধিকার কারো নেই। (আল মাউসূআতুল ফিকহিয়্যাহ আল কুয়াইতিয়্যাহ ৭/৮২)

উপরোক্ত কুরআন ও হাদীসের আলোকে বুঝা যায় যে, ইসলামী শরীয়ত নারী সমাজকে মানবতার সেবা ও কল্যাণমূলক কাজে নিয়োজিত হওয়ার সুযোগ দিয়েছে। উপার্জনের জন্য কাজ করা এবং প্রয়োজনের মুহূর্তে সেজন্য গৃহের বাইরে যাওয়া নারীদের জন্য নিষিদ্ধ নয়। তবে তাতে নারী-পুরুষের অবাধ মেলমেশা ও বন্ধুত্ব সখ্যতা করে ইসলামী বিধান লঙ্ঘন করা সম্পূর্ণ হারাম ও নিষিদ্ধ।

মুফতী মুহাম্মাদ শফী রহ.وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى আয়াতের ব্যাখ্যায় লিখেন,

যদি কারো জীবিকা নির্বাহের জন্য প্রয়োজনীয় সামান বা অন্য কোন পন্থা না থাকে, তবে সাজ-সজ্জা ছাড়া পর্দার সাথে চাকুরী ও কর্মসংস্থানের উদ্দেশে বের হওয়াও নারীদের প্রয়োজনে বাইরে বের হওয়ার অন্তর্ভূক্ত। তবে শর্ত হলো সৌন্দর্য প্রকাশার্থে বের না হওয়া, বরং বোরকা বা জিলবাব তথা বড় চাদর গায়ে দিয়ে বের হওয়া। (তাফসীরে মাআরিফুল কুরআন ৭/১৩)

আল মাউসূআতুল ফিকহিয়্যাহ আলকুওয়াইতিয়্যাহ নামক গ্রন্থে উল্লেখ আছে,

নারীরা ৩টি শর্তে নিজ গৃহের বাইরে চাকুরি বা কাজ করতে যেতে পারবে,

(১) ألا يكون العمل معصية (২) ألا يكون عملها مما يكون فيه خلوة بأجنبي (৩) ألا تخرج لعملها متبرجة متزينة بما يثير الفتنة

অর্থ : (১) কাজটি গুনাহের না হওয়া (২) নারীর কাজটি এমন স্থানে না হওয়া যেখানে পরপুরুষের সাথে একত্রে কাজ করতে হয় (৩) কাজের জন্য এমন সাজসজ্জা সহকারে বের না হওয়া, যা ফিতনা-ফ্যাসাদের দিকে প্ররোচিত করে। (আল মাউসূআতুল ফিকহিয়্যাহ আলকুওয়াইতিয়্যাহ ৭/৮৩-৮৪)

মাওলানা ইউসুফ লুধিয়ানভী রহ. বলেন,

নারীর ভরণ-পোষণ স্বামীর দায়িত্বে। কিন্তু কোনো নারীর যদি উপার্জনে সক্ষম অভিভাবক না থাকে তাহলে নিরুপায় অবস্থায় অর্থ উপার্জনের জন্য তার কর্ম বা চাকুরি করার অনুমতি আছে। তবে এ জন্য শর্ত হল, তার ভাবগাম্ভীর্যতা এবং অনুকূল পরিবেশ ও পর্দার ব্যবস্থা থাকতে হবে। পরপুরুষের সঙ্গে একত্রে দায়িত্ব পালন করা জায়েয নেই। (আপকে মাসায়েল আওর উনকা হল ৬/৩৮)

বস্তুত ইসলামী আইনে নারী জীবনের প্রতিটি ধাপে তার অধিকার নিশ্চিত করা হয়েছে। তার প্রতি যত্নশীল করে তোলা হয়েছে বাবা ভাই স্বামী ও ছেলেকে। এ যত্নশীল ও সচেতনতাকে করা হয়েছে পরকালীন মুক্তির অবলম্বন। তাই এখানে নারী খুঁজে পায় মুক্তির তৃপ্তি, শান্তিময় জীবনের স্বাদ। আর যদি এদের কেউ না থাকে তাহলে এ সকল নারীর ব্যয় নির্বাহ করা হবে সরকারী কোষাগার তথা বাইতুল মাল থেকে। নারীর সার্বিক দিক বিবেচনা করেই পরম করুণাময় সৃষ্টিকর্তার পক্ষ থেকে নির্দেশনা এসেছে

তোমরা তোমাদের ঘরে অবস্থান করো। আর জাহেলী যুগের মেয়েদের মতো রূপ প্রদর্শন করে ঘুরে বেড়িও না। ('সূরা আহযাব'- ৩৩)

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন নারীদের উদ্দেশে বলেন,

নিশ্চয়ই তোমাদের জন্য প্রয়োজনে বাহিরে বের হওয়ার অনুমতি আছে। (সহীহ বুখারী; হা.নং ৪৭৯৫, সহীহ মুসলিম; হা.নং ৫৭৯৬)

ইসলামী আইনে নারীর অবস্থান

আজ নারী অধিকারের নামে নানা রকম শ্লোগানে মুখরিত হচ্ছে রাজপথ ও মিডিয়া পাড়া। এসব শ্লোগানের সার বক্তব্য হলো,

আবহমান কাল থেকে চলে আসা ইসলামী আইনের অবাঞ্ছিত শেকড় উপড়ে ফেলো। তবেই নারী অধিকারের পথ সুগম হবে। প্রতিষ্ঠা পাবে নারীত্বের পূর্ণ মর্যাদা। নারী ফিরে পাবে তার হারানো অধিকার।

অন্যভাবে বলতে গেলে,

ইসলামী আইন একটি বৈষম্যমূলক সেকেলে আইন। আধুনিকতার এ যুগের সাথে এ আইন সঙ্গতিপূর্ণ নয়। নারীদেরকে এ আইনের বাধন ছিড়ে উন্মুক্ত প্রান্তরে বেরিয়ে আসতে হবে। (নাউযুবিল্লাহ)

কিন্তু প্রশ্ন হলো, নারী অধিকারের এ বুলিগুলো আমাদের কে শিখিয়েছে? তাদের পরিচয় কি আমরা জানি? তারা কোন স্বার্থে আমাদের মুসলিম নারীদের মুখে অদ্ভুত এ বোল ফুটিয়ে দিল? আজকের যুগ তথ্য প্রযুক্তির যুগ। আজকের যুগ অনুসন্ধিৎসা ও যুক্তিবাদের যুগ। আজজের যুগ বিজ্ঞানময় যুগ। আমার মুখে এ জাতীয় শ্লোগান উচ্চারিত হবার আগে আমাকে ভাবতে হবে, আমি কি মুসলিম? কুরআন কি সত্য? বিশ্বমানবতার মুক্তির দূত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কি সত্য? তার আনীত ধমাদর্শ কি সত্য? ইসলাম ধর্ম এটা কি কোনো মেয়াদী ধর্ম? এ ধর্মের কার্যকারিতা কি কোনো যুগ কালের সাথে সম্পৃক্ত? ইসলামী আইনের ব্যাপারে বিরূপ মন্তব্য করার আগে আমাকে এ প্রশ্নগুলোর ব্যাপারে পরিষ্কার ধারনা লাভ করতে হবে। উত্তরগুলো যতি নেতিবাচক হয় তবে সে ব্যাপারে আপাতত আমাদের কোনো বক্তব্য নেই। পক্ষান্তরে যদি ইতিবাচক হয় তবে আমাকে পরবর্তী ধাপে ইসলামী আইন এবং নারী অধিকার সম্বন্ধে স্পষ্ট ধারণা লাভ করতে হবে। কিন্তু এ ধারনা আমি কিভাবে লাভ করবো? নেট ঘেটে, বই পুস্তক পাঠ করে ব্যক্তিগত অধ্যয়নের মাধ্যমে? ইসলামী বিধান লাভের এটা কোনো যথার্থ এবং বিধানগত পদ্ধতি নয়। শাস্ত্রীয় বিধান লাভের ক্ষেত্রে ব্যক্তিগত অধ্যয়ন মারাত্মক ক্ষতির কারণ। এ ব্যাপারে স্পষ্ট ধারণা লাভ করতে হলে ইসলামী আইন শাস্ত্রের বিশেষজ্ঞ ব্যক্তিদের দ্বারস্থ হতে হবে। বিশেষজ্ঞ পরিচয়ের মাপকাঠিও আমাকে জেনে নিতে হবে। ইসলামী আইন বিশেষজ্ঞের ব্যবহারিক জীবন ইসলামী আইনের আলোকে নিয়ন্ত্রিত কি না তা জেনে বিশেষজ্ঞ নির্ণয় করতে হবে।

বিভিন্ন ধর্মের নারী অধিকার বিষয়ে যদি তুলনামূলক অধ্যয়ন করা হয় তাহলে ইসলামী আইনে নারীকে কতটুকু অধিকার দেয়া হয়েছে তার প্রকৃত চিত্র ফুটে উঠবে। প্রাক ইসলামী যুগে নারীদের অবস্থান কোথায় ছিল এ ব্যাপারে যদি আমরা সম্যক ধারণা লাভ করি তবে ইসলামী নারী অধিকারের বিষয়টি পরিষ্কার হয়ে যাবে। ইসলামী আইনে

একজন মা কে যে পরিমাণ মর্যাদা ও সম্মান দেয়া হয়েছে তার কিয়দাংশ কি একজন বাবাকে দেয়া হয়েছে?

আজ আমরা পর্দা বিধানকে নারী অধিকারের অন্তরায় মনে করছি। কিন্তু এ পর্দা বিধানে কার স্বার্থকতা নিহিত রয়েছে তা কি ভেবে দেখেছি কখনো? নারীর ইজ্জত আবরুর রক্ষাকবচ হিসেবেই পর্দা বিধান প্রণীত হয়েছে।

নারীর কর্মসংস্থান : বিশিষ্টজনের দৃষ্টিভঙ্গি

ক্ষেত্র বিশেষে শরয়ী আইন পরিপালন সাপেক্ষ ইসলামী আইনে নারীদের কর্মসংস্থানের ব্যাপারে অনুমতি দেয়া হলেও তা ইসলামী শরীয়তের রুচির সাথে সঙ্গতিপূর্ণ নয়। কিন্তু জাগতিকভাবে খ্যতির শীর্ষে আরোহণকারী বিশিষ্টজনেরাও নারী কর্মসংস্থানের ব্যাপারটিকে ভাল চোখে দেখেন না। আমরা নিম্নে কয়েকজন বিশিষ্ট ব্যক্তির মন্তব্য তুলে ধরছি।

১. রবীন্দ্রনাথ বলেন,

পুরুষের কর্মক্ষেত্রে প্রবেশ করিয়া অর্থোপার্জন স্ত্রীলোকের কার্য নহে। আজকাল একদল মেয়ে ক্রমাগত নাকি সুরে বলছে আমরা পুরুষের আশ্রয়ে আছি, আমাদের অবস্থা অতি শোচনীয়। তাতে করে কেবল এই হচ্ছে যে, স্ত্রী-পুরুষের সম্বন্ধ বন্ধনহীণতা প্রাপ্ত হচ্ছে। তাতে স্ত্রীলোকের অবস্থা উন্নতি হওয়া দূরে থাক তাদের সম্পূর্ণ ক্ষতি হবে। আজকাল পুরুষাশ্রয়ের বিরুদ্ধে যে একটা কোলাহল হচ্ছে সেটা আমার অসঙ্গত এবং অমঙ্গলজনক মনে হয়।

২. মুসলিম রমণীদের লক্ষ্য করে কবি ইকবাল বলেন,

তোমাদের স্থান কিন্তু হৈ-হাঙ্গামায় তাড়িত মাঠ প্রান্তর নয়। কল-কারখানা তোমার নির্বাস নয়। তুমি যদি পুরুষের কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে জীবিকার সন্ধানে লেগে যাও তাহলে জাতির সাথে বিশ্বাস ঘাতকতা হয়ে যাবে। মানবতার প্রতি অবিচার হয়ে যাবে। ‘হে নারী তোমার সৌভাগ্য তো এখানে, তুমি নবী নন্দিনী ফাতিমার পথে চলবে। স্বামীর ঘর

আবাদ করবে। স্বামীকেই বানাবে চাওয়া-পাওয়ার লক্ষবিন্দু। স্বামীর ঘরে বসে এমন সন্তান গড়ে তুলবে, যারা মুসলমানদের দুর্দিনের কান্ডারী হবে। ইসলাম ও মুসলমানদের জন্য জীবন বিলিয়ে দিবে অকুন্ঠ চিত্তে। এখন ইসলাম বড় অসহায়। ইসলামের জন্য কিছু হাসান-হোসাইন রাযি. প্রয়োজন। আর এই প্রয়োজন পূরণ করতে পারে কেবল মুসলিম জননীরা।'

৩. বিশিষ্ট ও বিজ্ঞানী ও সাহিত্যিক সোলসায়মন রিভিউ অব রিভিউজ পত্রিকায় প্রকাশিত এক প্রবন্ধে লিখেন,

নারীর নারীই থাকা উচিত। হ্যাঁ, অবশ্যই নারীকে নারীই থাকতে হবে। তাতেই তাদের কল্যাণ এবং এই একমাত্র বৈশিষ্ট্যই তাদের কল্যাণের লক্ষ্যে পৌঁছাতে পারে। প্রকৃতির এটাই বিধান এবং এভাবেই প্রকৃতি তাদের পথের নির্দেশ দিয়েছে। তাই তারা যতখানি প্রকৃতির সাথে নিজেদের খাপ খাইয়ে চলবে, ততখানি তাদের সাফল্য ও মর্যাদা সুস্পষ্ট ভাবে বেড়ে চলবে। আর যতই তারা প্রকৃতির ব্যবস্থা থেকে দূরে সরে থাকবে, ততই বিপদ বেড়ে যাবে। কোন কোন দার্শনিক মানব জীবনে পবিত্রতার বালাই রয়েছে বলে স্বীকার করেন না। আমি বলছি, মানব জীবনে মনোমুগ্ধকর পবিত্রতার ব্যাপক অস্তিত্ব বিরাজমান। হ্যাঁ, তা শুধু তখনই দেখা দিতে পারে যখন নর ও নারী নিজ নিজ কর্মক্ষেত্র ও দায়িত্ব সম্পর্কে সম্পূর্ণ সজাগ থাকবে এবং তা একনিষ্ঠভাবে সম্পাদন করে চলবে।' অন্যত্র তিনি বলেন, 'যে নারী স্বীয় গৃহ ছেড়ে বাইরের কাজে মত্ত হতে চায়, সন্দেহ নেই যে, সে পুর্ণাঙ্গ কর্মী হিসেবেই দায়িত্ব সম্পাদন করে। কিন্তু দুঃখের বিষয়, সে তখন আর নারী থাকেনা।

৪. খ্যাতিমান লেখক অধ্যাপক জিওম ফ্রেয়ারো বলেন,

যেসব নারী সমাজ জীবনের মূল ভিত্তি দাম্পত্য জীবনের প্রতি তীব্র ঘৃণা রাখছে, স্রষ্টা যে জন্য তাদের সৃষ্টি করেছেন আর যে প্রয়োজনে তাদের এ ধরণের দৈহিক ও মানসিক রূপদান করেছেন, তারা তাকেই বেমালুম ভুলে গেছে। তাদের মেজাজে স্রষ্টার দেয়া সেই বৈশিষ্ট্য আর অবশিষ্ট নেই, যা সেই বয়সের নারীদের ভিতরে স¦ভাবত পাওয়া যায়। তারা আজ এমন এক স্তরে এসে পৌঁছেছে, যাদের 'নপুংসক' ছাড়া আর কিছুই বলা চলে না। বস্তুত তাদের পুরুষ বলবার যেরূপ জো নেই, তেমনি নারী বলবার ও

সাধ্য থাকেনা। উপরন্তু, তারা উভয় প্রকৃতির সংমিশ্রণে তৃতীয় এক আজব জীব হয়ে পড়েছে। পুরুষ হওয়া তো তাদের পক্ষে সম্ভব হচ্ছেনা এজন্য যে, প্রকৃতি তাদের দেহ ও মন এরূপে গড়ে ফেলেছে, যার সংশোধন তাদের সাধ্যাতীত ব্যাপার। আর নারী ও এজন্য থাকছে না যে, তাদের কাজ কর্ম, হাবভাব ও চালচলন সবই পুরুষের, নারীর গন্ধ ও তাতে নেই।

৫. বিশিষ্ট দার্শনিক প্রুধোঁ বলেন,

প্রকৃতির বিধানই নারীকে মানবের সাংস্কৃতিক জীবনের উম্মুক্ত ময়দানে অংশগ্রহণের অধিকার থেকে বঞ্চিত রেখেছে। সে শিক্ষার দুর্গম পথ অতিক্রম করতে চায়, কিন্তু শিক্ষা তাকে সহায়তা করতে নারাজ। তাই তাদের বর্তমান পদক্ষেপের ভয়াবহ পরিণতির আশংকায় আমরা দিন গুনছি। মানব সভ্যতার ইতিহাসে জ্ঞান-বিজ্ঞানের নিত্য নতুন আবিষ্কারের বিস্তীর্ণ ক্ষেত্রে তাদের কোনই অবস্থান নেই। নারীদের কোনোরূপ সহযোগিতা না নিয়েই মানব জাতি সভ্যতা ও সংস্কৃতির ক্ষেত্রে শনৈঃ শনৈঃ এগিয়ে চলছে। পরিষ্কার ভাষায় বলা চলে, একমাত্র পুরুষ জাতিই গবেষণা ও আবিষ্কারের ক্ষেত্রে একচ্ছত্র আধিপত্য বিস্তার করে রয়েছে। সেগুলোকে তারা যুগে যুগে পূর্ণতায় পৌঁছিয়ে চলছে। সে সবের যথাযোগ্য প্রয়োগ তাদেরই হাতে হচ্ছে। তার থেকে শুভাশুভ ফল যা কিছু তারা উৎপাদন করছে, তার থেকেই তারা নারীদের ভরণ পোষণ ও সুখ-শান্তির ব্যবস্থা করে চলছে।

৬. দার্শনিক অগাস্ট কোঁতে বলেন,

পুরুষের ক্ষেত্রে নারীদের চর্চার ফলে ভয়াবহ পরিণাম ও বিশৃঙ্খলা দেখা দিতে চলছে। এর প্রতিকার হচ্ছে, পুরুষের ব্যাপারে স্ত্রী জাতির স্বাভাবিক যে বৈষয়িক দায়িত্ব রয়েছে, তা বিশেষভাবে সীমিত ও নির্দিষ্ট করে দেয়া।

৭. উনিশ শতকের খ্যাতনামা মনীষী স্যামুয়েল স্মাইলস বলেন,

প্রাচীন রোমকদের দৃষ্টিতে শালীন মেয়েদের সবচেয়ে প্রশংসনীয় উঁচুস্তরের কাজ হচ্ছে ঘরকন্না চালানো এবং বাইরের টানা হেঁচড়া থেকে মুক্ত থাকা। আমাদের এ যুগেও বলা হয়, নারীদের ভূগোল শিক্ষা এ জন্য অপরিহার্য যে, তারা নিজ নিজ ঘরের দরজা

জানালা গুলো যথাযথ স্থানে বসাবার ব্যবস্থা করতে সমর্থ হবে। রসায়ন শিক্ষা তাদের এ জন্য শেখা দরকার যে, হাঁড়ির রান্নার সামগ্রি উথলে উঠলে যেন যথা সময়ে সামলে নিতে পারে। লর্ড বায়রণ নারীর প্রতি অতি মাত্রায় আসক্ত হয়েও অভিমত পেশ করেছেন- মেয়েদের লাইব্রেরীতে ধর্মগ্রন্থ ও পাকপ্রণালী ছাড়া আর কোন বই থাকা অনুচিৎ।

এ জাতীয় অসংখ্য বৈজ্ঞানিক ও দার্শনিক থিউরি রয়েছে যা নারী-পুরুষের কর্মক্ষেত্রের ভিন্নতারই প্রকৃষ্ট বার্তা বহণ করে। সুতরাং এসব কুরআনের বাণী, বৈজ্ঞানিক থিউরী ও প্রাকৃতিক বিধি থেকে প্রতীয়মান হয়, নারী-পুরুষের কর্মক্ষেত্র এক ও অভিন্ন না হয়ে ভিন্ন হওয়াই যুক্তিসঙ্গত। উপরন্ত, নারীর উন্নতির একমাত্র ক্ষেত্রফল হলো তার সংসার। সংসারেই নারীর নারীত্ব যথারূপে বিকশিত হয়। কিন্তু আজকের নারী সমাজ এসব থিউরিতে আগ্রহবোধ করছে না। তারা আজ সংকীর্ণ বুদ্ধি বিবেচনায় তাড়িত হয়ে নীতিবিরুদ্ধ অধিকারের কথা বলে। নারী-পুরুষের কর্মক্ষেত্র অভিন্ন হবার যুক্তিহীন দাবী তোলে। এক্ষেত্রে মূলত পুরুষ নামের কিছু স্বার্থান্ধ মহল নারীত্ব প্রচারের উপাদান যোগায়। নারীকে তারা প্রগতির ব্যানারে স্বনির্ভরতার লোভ দেখায়। এক্ষেত্রে প্রধানতম দুটি স্বার্থকে সামনে রেখে তারা নারীবাদ প্রচারে ভূমিকা রাখছে। ১। স্বভাবজাত প্রবৃত্তিগত চাহিদা পূরণে সার্বক্ষণিকভাবে নারীত্বের নৈকট্য প্রয়োজন। ২। স্ত্রী, মা, বোন, মেয়েদের ব্যয় নির্বাহের মত ঘাম ঝরানো বন্দিশালা থেকে অবমুক্তি প্রয়োজন। এ দুটি স্বার্থ উদ্ধারে তাদের প্রয়োজন হয়ে দাঁড়ালো নারীকে গৃহ ত্যাগে আগ্রহী করে তোলা। কিন্তু আবহমান কালের সংসারী নারীকে গৃহবিমুখ করা একটি কষ্টসাধ্য ব্যাপার। তাই তারা হ্যামেলিনের বাঁশিওয়ালার মত নারী প্রগতি, নারী স্বাধীনতা এবং নারী অধিকারের বাশি বাজিয়ে নারীদেরকে দলে দলে ঘরের বাহিরে নিয়ে এলো। সহজ-সরল, আত্মভোলা নারীরা পুরুষের পাতা ফাঁদে আটকে গেল। অষ্টাদশ শতাব্দী থেকে নারীরা আজ অবধি সেই পাতা ফাঁদ থেকে মুক্ত হতে পারেনি। প্রগতির মূলো দেখিয়ে তারা নারীদেরকে ঘর থেকে টেনে বের করে আনল। তাদেরকে ঠেলে দিল ঝঞ্জাবিক্ষুব্ধ এক দুর্গম পথে। মেয়েকে পৃৃথক করে দিল পিতা থেকে, বোনকে ভাই থেকে, স্ত্রীকে স্বামী থেকে, মাকে ছেলে থেকে। সেই সাথে সংসারের সুখ-শান্তি, মায়া-মমতার অপমৃত্যু ঘটল করুনভাবে। শারীরিক এবং মানসিকভাবে তুলনামূলক দুর্বল নারীদের পক্ষে ঘরে

বাহিরÑ দুটো জগতকে সামাল দেয়া কি করে সম্ভব হবে? এক দিকে সাংসারিক দায়িত্ব অপর দিকে গৃহবহির্ভূত পুরুষের ন্যায় হাড়ভাঙ্গা খাটুনি।

গৃহবিমুখ নারী : পরিপ্রেক্ষিত সামাজিক অবক্ষয়

নারী যখন গৃহকর্মকে উপেক্ষা করে বহির্জাগতিক কাজে মনোযোগী হবে তখন তার অশুভ প্রভাব পরিবারের গণ্ডি ছাপিয়ে ধীরে ধীরে সমাজের উপর গিয়ে পতিত হবে। পারিবারিক ব্যবস্থা হলো সভ্যতা ও সংস্কৃতির সূতিকাগার। সমাজের পারিবারিক অবকাঠামো যদি বিধ্বস্ত হয় তাহলে সে দেশের মাটি স্বর্ণ প্রসব করলে বা কলকারখানা-মিলফ্যাক্টরী মনি-মুক্তা উৎপাদন করলেও মানুষ সুখ শান্তির নাগাল পাবে না। শান্তি নামক সোনার হরিণ অধরাই থেকে যাবে আজীবন। ইউরোপ আমেরিকায় পারিবারিক জীবন ব্যবস্থা ভেঙ্গে পড়ার কারণে সেখানকার সমাজ জীবনে অশান্তি ও অস্থিতিশীলতার চরম অবস্থা বিরাজ করছে। মানুষ অশান্তির অনলে ধুঁকে ধুঁকে মরছে। অথচ তারা পশ্চাদপদ এমনকি উন্নয়নশীল দেশের জন্য রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক দৃষ্টিকোণ থেকে ঈর্ষণীয় স্থান দখল করে আছে। কিন্তু সম্পদের প্রাচুর্য ও বস্তুগত উন্নতি সত্ত্বেও মানুষ এক অজানা অস্থিরতায় ভুগছে। এই অস্থিরতা লাঘবে কেউ মাদকাসক্ত হচ্ছে, আর কেউ ঘুমের ট্যাবলেট গিলে শান্তি অন্বেষণ করছে। অবশেষে এগুলোও যখন অস্থিরতা লাঘবে ও প্রত্যাশা পূরণে ব্যর্থ হয় তখন সর্বশেষ হাতিয়ার হিসেবে আত্মহত্যাকে বেছে নেয়া হয়। আর এ জন্যই সেখানে আত্মহত্যার হার দ্রুতগতিতে বৃদ্ধি পাচ্ছে। জাস্টিস মুফতী তক্বী উসমানী সাহেব বলেন,

কিছুদিন আগে আমি সুইজারল্যান্ডে সফরে গিয়েছিলাম। নিমন্ত্রণকারীরা আমার ব্যবহারের জন্য যে গাড়িটির ব্যবস্থা করেছিল তার ড্রাইভার ছিল ইতালিয়ান বংশোদ্ভূত এক শিক্ষিত লোক। চল্লিশ ছুঁই ছুঁই এ লোকটি অনায়াসে ইংরেজী বলতো। এখনো সে বিবাহ করেনি। সফরকালীন কয়েকদিন সে আমার সাথেই থাকে। আমি তার খোঁজ খবর নেই। বিবাহ না করার কারণ সম্পর্কে সে বলল, 'আমাদের সমাজে বিবাহ-শাদী অর্থহীন হয়ে পড়েছে। বিবাহত্তোর স্বামী-স্ত্রীর মাঝে স্থায়ী সম্পর্ক গড়ে উঠে না। বিবাহ এখন অস্থায়ী ও কৃত্রিম সম্পর্কের অপর নাম। অনেক ক্ষেত্রেই এখন বিবাহের উদ্দেশ্য

হয়ে থাকে, একে অপর থেকে আর্থিক সুবিধা লাভ করা। এ জন্য বহু নারীদের দেখা যায় তারা বিবাহের পর দ্রুত ডিভোর্স দিয়ে দেয়। আর সরকারি আইনের সুবাদে স্বামীর সম্পদের বিশাল অংশ হাতিয়ে নিয়ে তাকে দেউলিয়া বানিয়ে দেয়। এ সমাজে বুঝা দুস্কর যে, কে স্বামীর সম্পদ হাতিয়ে নেয়ার জন্য বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হচ্ছে; আর কে বিশ্বস্ততার সাথে জীবন কাটানোর জন্য অটুট বন্ধনে আবদ্ধ হচ্ছে।' বেদনাভরা কণ্ঠে সে কথাগুলো বলে শেষ করলো। পরে আক্ষেপ ও আফসোসের সুরে সে একথাও বললো 'আহ! আপনাদের এশিয়ান রাষ্ট্রগুলোতে বিবাহের বন্ধন কতোইনা অর্থবহ। বিবাহের সুবাদে এক চমৎকার স্থায়ী পারিবারিক জীবন অস্তিত্ব লাভ করে। একে অপরের সুখ-দুঃখের সঙ্গী হয়। আমরা এমন পারিবারিক জীবন থেকে বঞ্চিত হয়ে গেছি।' আমি তাকে জিজ্ঞাসা করলাম, তোমার বাবা-মা, ভাই-বোনেরা কি একজন ভালো স্ত্রীর সন্ধানে তোমাকে সাহায্য করে না? সে আমার কথা শুনে আশ্চার্য বোধ করে বললো, আমার পিতা-মাতা তো বেঁচে নেই। ভাই-বোন আছে কিন্তু তাদের সাথে আমার বিবাহের কি সম্পর্ক! প্রত্যেক ব্যক্তি নিজ নিজ চিন্তা নিয়েই ব্যস্ত। অপরের এ বিষয়ে চিন্তা করার সুযোগ কোথায়? প্রত্যেক ব্যক্তি নিজ সমস্যার সমাধান নিজেই করে থাকে। আমার তো তাদের সাথে সাক্ষাত হতেই বছরের পর বছর পার হয়ে যায়।'

এ হলো একজন ড্রাইভারের মন্তব্য। এ থেকে সহজেই অনুমিত হয়, পশ্চিমা বিশ্বের পারিবারিক এবং সামাজিক অস্থিরতার গতি প্রকৃতি। এ সবই নারী স্বাধীনতার অশুভ পরিণতি। সাবেক সোভিয়েত ইউনিয়নের সর্বশেষ প্রেসিডেন্ট মিখাইল গর্ভাচেভ বলেন,

আমরা আমাদের কঠিন বাস্তবতা সম্পন্ন দুঃসাহসিক ইতিহাসের অতীত বছরগুলোতে নারীদের যেসব অধিকার ও প্রয়োজনের প্রতি মনোযোগ আরোপ করতে সম্পূর্ণ ব্যর্থ হয়েছি তা হলো মা ও গৃহিণী হিসেবে, তেমনি সন্তানদের আদব-শিষ্টাচার প্রশিক্ষণ ও প্রতিপালনের ক্ষেত্রে নারীদের করণীয় বিষয়। নারীদের করণীয় এ সুফল থেকে সমাজ চরম ভাবে বঞ্চিত হয়েছে। নারীরা যেহেতু বৈজ্ঞানিক গবেষণায় আত্মনিয়োগ করেছে, ভবন নির্মাণের তদারকি, বিভিন্ন উৎপাদনমুখী কর্মকাণ্ডে জড়িয়ে পড়েছে, এ ছাড়া অন্যান্য শ্রমনির্ভর কাজে ব্যস্ত থাকছে তাই তারা এতটুকু সময়ই বের করতে পারছে না, যার দ্বারা পারিবারিক দৈনন্দিন কাজ সামলাবে এবং সন্তান পালন ও পারিবারিক

উন্নত পরিবেশ সৃষ্টিতে অবদান রাখবে। এখন আমাদের নিকট এ তত্ত্ব বড় পরিষ্কারভাবে উন্মোচিত হয়েছে, আমাদের বহু সমস্যা যা শিশু ও তরুণদের জীবন পদ্ধতি কেন্দ্রিক; নীতি-নৈতিকতা, সভ্যতা-সংস্কৃতি ও উৎপাদন সংক্রান্ত। এগুলো এ কারণেই দেখা দিয়েছে যে, আমাদের মধ্যে পারিবারিক বন্ধন শিথিল হয়ে গেছে। পারিবারিক কর্ম ব্যস্ততা পালনে সবাই দায়দায়িত্বহীন ও উদাসীন হয়ে গেছে। আমরা নারীদের প্রত্যেক বিষয়ে পুরুষের সমকক্ষ দাঁড় করার যে রাজনৈতিক যথার্থ ও নিষ্ঠাপূর্ণ চেষ্টা করেছি এটা সে চেষ্টার বিপরীতমুখী ফলাফল।

এ জন্যেই এখন আমরা সমাজ পূর্ণগঠনে এ ত্রুটি সামলানোর চেষ্টা শুরু করে দিয়েছি। আর এ কারণেই মিডিয়া, জনসংগঠন, বিভিন্ন কর্মস্থল এমনকি নিজ নিজ বাড়িতে এমন জোরালো আলোচনা পর্যালোচনা চালানো হচ্ছে যে নারীদের নিরেট নারীত্বের মিশনের প্রতি কিভাবে ফিরিয়ে আনা যায় এবং তার জন্য আমাদের কী কী পদক্ষেপ গ্রহণ করা উচিৎ। (চবৎংংঃৎড়রপধ; পৃষ্ঠা ১১৭, মুদ্রণ ১৯৮৭)

এটি হল, এমন একজন রাজনৈতিক ব্যক্তিত্বের অভিব্যক্তি, যার সমাজ ব্যবস্থায় পারিবারিক জীবন বা নারী-পুরুষের অধিকার ও কর্তব্য সম্পর্কে কোন ধরনের ধর্মীয় মূল্যবোধের দখল নেই। সে সমাজে ধর্মীয় মূল্যবোধের ধারণাই নেই। অতএব পারিবারিক ব্যবস্থা বিধ্বস্ত হওয়ার উপর তার আক্ষেপ কোন প্রত্যাদেশগত নির্দেশনার প্রতিফলন নয়; বরং নিরেট বস্তুবাদী জীবন দর্শন সচক্ষে প্রত্যক্ষকরণ ও সম্পূর্ণ অভিজ্ঞতালব্ধ প্রতিক্রিয়া।

এ তো হলো, নারীর গৃহবিমুখ বা কর্মস্থলমুখিতার অশুভ পরিণতি একটি দিক। অন্যদিকে নারীরা আপন কর্মস্থলে গিয়ে কি পরিমাণ লাঞ্ছনা ও যৌন হয়রানীর শিকার হচ্ছে তার পরিসংখ্যান দিতে গেলে বড় সড় একখানা অভিসন্দর্ভ প্রস্তুত হয়ে যাবে। বস্তুত বর্তমান সমাজ-ব্যবস্থায় নারী বিবেচিত শুধু ভোগের বস্তু হিসেবে। এ বিষয়ে শিক্ষিত-অশিক্ষিতের মাঝে কোন প্রভেদ ও মতভেদ নেই। আধুনিক সমাজের গর্বিত সদস্যগণ মুখে মুখে নারীর মর্যাদা ও অধিকারের কথা বললেও বাস্তব ক্ষেত্রে তারা উপরোক্ত বিশ্বাসেরই প্রতিফলন ঘটিয়ে থাকেন। দৈনিক পত্রিকার পাতা থেকে দু একটি দৃষ্টান্ত তুলে ধরছি।

গত ১১/০৮/২০১০ ইং তারিখে র‍্যাপিড এ্যাকশন ব্যাটালিয়ান (র‍্যাব) এর সদস্যরা রাজধানির একটি বে-সরকারী বিশ্ববিদ্যালয়ের একজন শিক্ষককে গ্রেফতার করেছে। র‍্যাব-৯ শ্রীমঙ্গল ক্যাম্পের কমান্ডার কাওসার মাহমূদ জানিয়েছেন, ঐ শিক্ষক বিয়ের প্রলোভন দিয়ে একজন তরুণির সাথে দৈহিক সম্পর্ক স্থাপন করে এবং গোপন ক্যামেরায় সে দৃশ্য ধারণ করে। এর পরের কথা বলাই বাহুল্য। এক পর্যায়ে সে বিদেশে পিএইচডি করতে যাওয়ার কথা বলে মেয়েটির কাছে মোটা অঙ্কের টাকা দাবি করে এবং টাকা দিতে ব্যর্থ হলে ধারণকৃত ভিডিওচিত্র বাজারজাত হবে বলে হুমকি দেয়। নিরুপায় হয়ে মেয়েটি মামলা দায়ের করলে ঐ শিক্ষককে গ্রেফতার করা হয় এবং তার বাসার কম্পিউটার থেকে ঐ সব ছবি ও ভিডিওচিত্র উদ্ধার করা হয়। মামলা দায়ের প্রসঙ্গে মেয়েটি বলেছে যে, 'আর কোন মেয়ে যাতে এই ব্যক্তির দ্বারা প্রতারিত না হয় এজন্য মামলা দায়ের করেছি।' (দৈনিক আমাদের সময়; ১৩ আগস্ট ২০১০ ইং)

ঘটনার শিকার মেয়েটি তো মূর্খ বা অসচেতন নয়। তাহলে কেন সে 'প্রতারিত' হল? তদ্রƒপ প্রতারক ও রাস্তায় রাস্তায় ঘুরে বেড়ানো কোন ভাসমান 'বখাটে' নয়, তিনি রাজধানির একটি বিশ্ববিদ্যালয়ের একজন প্রতিষ্ঠিত শিক্ষক, অতএব শিক্ষিত।

আইরিণ আক্তার (২২) একজন গার্মেন্টকর্মী। মিরপুরের একটি গার্মেন্টে কাজ করার সময় এক সহকর্মী তাকে উত্যক্ত করত। তাই মিরপুরের চাকরি ছেড়ে দিয়ে সে আদমজী একটি গার্মেন্টে চাকুরি নিয়েছিল। এদিকে ঐ সহকর্মী ও বিভিন্নভাবে খোঁজা-খুজি করে আদমজির ঐ গার্মেন্টে চাকুরি নেয় এবং মেয়েটিকে বিরক্ত করতে থাকে। গত ৪ মে আইরিন বাদী হয়ে সিদ্ধিরগঞ্জ থানায় একটি জিডি করলেও পুলিশ কোন ব্যবস্থা নেয়নি। গত ২২ আগস্ট সকালে ঐ সহকর্মী আইরিনের বাসায় গিয়ে তাকে না পেয়ে তার বোনকে মারধর করে। থানায় জানানো হলেও পুলিশ তাতে কর্ণপাত করেনি। নিরুপায় হয়ে আইরিন বাসায় ফেরে এবং গলায় ওড়না পেঁচিয়ে সিলিং-ফ্যানের সাথে ঝুলে পড়ে। কিন্তু ভাগ্য ভালো যে, প্রতিবেশিরা টের পেয়ে দ্রুত ছুটে এসেছিল, ফলে সে নিশ্চিত মৃত্যুর হাত থেকে বেঁচে যায়। ঘটনাটি নিয়ে এলাকায় উত্তেজনা বিরাজ করছে। (আমার দেশ; ২৩ আগস্ট পৃষ্ঠা ২)

যখন থেকে আমাদের সমাজে পাশ্চাত্য চিন্তাধারার প্লাবন আছড়ে পড়েছে। বিশেষ করে টি, ভি, ভিডিও ইংলিশ ফিল্মের ছড়াছড়ি শুরু হয়েছে, বিধর্মীদের সাংস্কৃতিক আগ্রাসন আমাদের গ্রাস করে নিয়েছে, তখন থেকে আমাদের কেউ অচৈতন্যে আর কেউ সচেতনভাবেই সেই পশ্চিমা বিশ্বের সামাজিক অবক্ষয়ের দিকে দ্রুত অগ্রসর হচ্ছি।

আলহামদুলিল্লাহ, এখনো আমাদের সমাজে পারিবারিক ব্যবস্থা ভেঙ্গে পড়েনি। কিন্তু যে গতিতে পশ্চিমা সভ্যতার আগ্রাসন আমাদের মাঝে বিস্তার করছে, আমাদের গ্রামে-গ্রামে, বাড়ি-বাড়ি তাদের নোংরা জীবন পদ্ধতি মিডিয়ার মাধ্যমে ছড়িয়ে দেয়া হচ্ছে তা ভাবনাহীন চিত্তে নারীদের ঘর থেকে বের করে দিচ্ছে। তাদের পুরুষের কাধেঁ কাঁধ মিলিয়ে সর্বক্ষেত্রে উৎপাদনের উপকরণ ভবপঃড় ঢ়ৎড়ফধপঃরড়হ বানানোর আত্মঘাতি অপচেষ্টা চলছে। পরিবার ও পারিবারিক জীবন থেকে যেভাবে দ্রুতগতিতে ইসলামী শিক্ষা বিদায় নিচ্ছে, তা আমাদের ভবিষ্যৎ পারিবারিক জীবন ব্যবস্থার জন্য মারাত্মক অশনি সংকেত হয়ে দাঁড়িয়েছে। এখন থেকেই এর প্রতিবিধানে আশু পদক্ষেপ গ্রহণ করা জরুরী। নতুবা পারিবারিক জীবনের সব সুখ-শান্তি, বিশ্বস্ততা ও পবিত্রতা ধূলোয় মিশে যাবে।

তথ্যসূত্র # মা'হাদুল বুহুসিল ইসলামিয়া, প্রবন্ধ, মাওলানা সাইফুল্লাহ, ২৫ নভেম্বর, ২০১৮

তথ্যসূত্র : *১. কুরআনুল কারীম, ২. সহীহ বুখারী, ৩. সুনানে আবু দাউদ, ৪. সহীহ মুসলিম, ৫. সুনানে তিরমিযী, ৬. মুসনাদে আহমাদ, ৭. তাফসীরে মা'আরিফুল কুরআন, ৮. আলমউসূআতুল ফিকহিয়্যাহ আলকুওয়াইতিয়্যাহ, ৯. আপকে মাসায়েল আওর উনকা হল, ১০. Persstroica, ১১. দৈনিক আমাদের সময়, ১২. দৈনিক আমার দেশ।*

ইসলামের স্বর্ণযুগে নানা পেশায় নারী



ইসলামের সোনালি যুগ থেকেই নারীরা আর্থসামাজিক উন্নয়নের অংশীদার হয়েছেন। বিচিত্র পেশায় অংশ নিয়ে সমাজে অবদান রেখেছেন। রাসুল (সা.)-এর যুগ থেকে হাজার বছরের মুসলিম শাসনের ইতিহাসে নারীরা জ্ঞানচর্চা, সমাজসেবা ও অর্থনীতিতে অভূতপূর্ব সুযোগ-সুবিধা ও নিরাপত্তা লাভ করেছেন এবং পুরুষদের মতোই যোগ্যতার প্রমাণ দিয়েছেন। তবে হ্যাঁ, পর্দা-শালীনতা ও ইসলামের ধর্মীয় ও সামাজিক রীতিনীতি তারা অবশ্যই মান্য করেছেন।

জ্ঞানচর্চা : মহানবী (সা.) বিভিন্নভাবে নারীদের জ্ঞানচর্চায় উদ্বুদ্ধ করেছেন এবং সুযোগ দিয়েছেন। মদিনার নারীরা একবার রাসুলের কাছে অভিযোগ করে বলেন, 'পুরুষরা আপনার কাছে আমাদের ওপর প্রাধান্য বিস্তার করে আছে। তাই আপনি আমাদের জন্য একটি দিন নির্ধারণ করে দিন। তিনি তাদের বিশেষ একটি দিনের অঙ্গীকার করেন; সেদিন তিনি তাদের সঙ্গে সাক্ষাৎ করলেন এবং দিকনির্দেশনা দিলেন।' (সহিহ বুখারি, হাদিস : ১০১)

রাসুলের যুগে অনেক প্রাজ্ঞ নারী সাহাবি ছিলেন। নবীপত্নী আয়েশা (রা.)-এর জ্ঞানের কাছে তো অনেক অভিজ্ঞ সাহাবিও হার মেনেছেন। শিক্ষা ক্ষেত্রে মুসলিম নারীদের অসামান্য অবদান নিয়ে ৪৩ খন্ডের বিশাল এক বিশ্বকোষ রচনা করেছেন ক্যামব্রিজ ইসলামিক কলেজের ডিন ড. মুহাম্মদ আকরাম নদভি। এ গ্রন্থে তিনি ১০ হাজারের বেশি নারী হাদিসবিশারদ ও শিক্ষাবিদের জীবন-কর্ম-অবদান তুলে ধরেন।

রাজনৈতিক প্রতিনিধিত্ব : ইসলামের সোনালি যুগে নারীরা রাজনীতির কেন্দ্রীয় নেতৃত্বে না থাকলেও তারা বিভিন্ন সময় রাজনৈতিক প্রতিনিধিত্ব করেছেন এবং রাজনৈতিক সংকট নিরসনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখেছেন। আয়েশা (রা.) মুয়াবিয়া ও আলী (রা.)-এর মধ্যকার সংকট নিরসনে এগিয়ে আসেন। তেমনি সাওদা বিনতে আম্মারা বিন আশতার হামদানি তার গোত্রের প্রতিনিধি হয়ে মুয়াবিয়া (রা.)-এর কাছে যান এবং দাবি-দাওয়া তুলে ধরেন। মুয়াবিয়া (রা.) তাদের দাবি মেনে নেন এবং ইবনে আরতাকে বরখাস্ত করেন। (আকদুল ফারিদ, পৃষ্ঠা : ৩৪৪-৪৬)

সমাজসেবা : সোনালি যুগে নারীরা বিভিন্ন ধরনের সমাজসেবায়ও অংশ নেন। তারা অসংখ্য শিক্ষা ও সামাজিক প্রতিষ্ঠান প্রতিষ্ঠা করেন। খলিফা হারুনুর রশিদের স্ত্রী জোবায়দা দীর্ঘ খাল খনন করে হাজিদের জন্য সুপেয় পানির ব্যবস্থা করেন। সেলজুক শাসক সুলতান মালিক শাহর স্ত্রী তুরকান বিনতে তুরাজ বাগদাদে তিনটি মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠা করেন এবং তা পরিচালনার জন্য বিপুল পরিমাণ সম্পদ ওয়াক্ফ করেন। (তারিখু দাওলাতুল আব্বাসিয়া, পৃষ্ঠা ৯৭)

এ ছাড়া একাদশ শতাব্দীতে মামলুক শাসনামলে মুসলিম নারীরা দামেস্কে পাঁচটি বিশ্ববিদ্যালয় ও ১২টি মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠা করেন, যা নারীদের দ্বারাই পরিচালিত হতো।

ব্যবসা-বাণিজ্য : রাসুলুল্লাহ (সা.)-এর যুগে নারীরা ব্যবসা-বাণিজ্যও করতেন। নারী সাহাবি কায়লা (রা.) থেকে বর্ণিত, 'রাসুলুল্লাহ (সা.)-এর কোনো এক ওমরাহ আদায়কালে মারওয়া পাহাড়ের পাদদেশে আমি তার কাছে উপস্থিত হয়ে বললাম, হে আল্লাহর রাসুল, আমি একজন নারী। আমি বেচাকেনা করি। আমি কোনো জিনিস কিনতে চাইলে আমার কাঙ্ক্ষিত মূল্যের চেয়ে কম দাম বলি। এরপর দাম বাড়িয়ে বলতে বলতে আমার কাঙ্ক্ষিত মূল্যে গিয়ে পৌঁছাই। আবার আমি কোনো জিনিস বিক্রি করতে চাইলে কাঙ্ক্ষিত মূল্যের চেয়ে বেশি মূল্য চাই। এরপর দাম কমাতে কমাতে অবশেষে আমার কাঙ্ক্ষিত মূল্যে নেমে আসি। রাসুলুল্লাহ (সা.) বলেন, হে কায়লা, এমন করো না। তুমি কিছু কিনতে চাইলে তোমার কাঙ্ক্ষিত মূল্যই বলো, হয় তোমাকে দেওয়া হবে, নয় দেওয়া হবে না। তিনি আরও বলেন, তুমি কোনো কিছু

বিক্রয় করতে চাইলে তোমার কাক্সিক্ষত দামই চাও, হয় তুমি দেবে অথবা দেবে না।' (সুনানে ইবনে মাজাহ, হাদিস : ২২০৪)

চিকিৎসা : রাসুলুল্লাহ (সা.)-এর যুগে নারীরা চিকিৎসক হিসেবেও দক্ষতা অর্জন করেন। যারা শৈল্যবিদ্যায়ও পারদর্শী ছিলেন। আয়েশা (রা.) নিজেও চিকিৎসাবিজ্ঞানে দক্ষতা অর্জন করেন। উরওয়া (রহ.) বলেন, 'আমি চিকিৎসাবিজ্ঞানে আয়েশা (রা.) অপেক্ষা দক্ষ মানুষ দেখিনি। আমি তাকে জিজ্ঞেস করি, খালা, আপনি এই জ্ঞান কোথা থেকে অর্জন করলেন? তিনি বলেন, আমি মানুষকে রোগীর চিকিৎসা করতে দেখেছি এবং তা মনে রেখেছি।' (সিয়ারু আলামিন নুবালা : ২/১৮২)

সাহাবাযুগে নারী সাহাবি উম্মে সুলাইমের নেতৃত্বে যুদ্ধাহতদের চিকিৎসাসেবা দেওয়া হতো। (আবুদাউদ, হাদিস : ১৫৭৫)

মিসরে মুসলিম শাসক কর্তৃক প্রথম আবাসিক হাসপাতাল প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর সেখানে নারীরাও চিকিৎসক ও শিক্ষিকা হিসেবে নিয়োগ পান। তাদের কেউ কেউ 'মাশিখাতুত তিব' তথা 'মেডিসিন বিভাগীয় প্রধান' পদেও অধিষ্ঠিত হন। (আহমদ ইসা বেগ, তারিখুল বিমারিস্তান ফিল-ইসলাম)

কৃষিকাজ : মহানবী (সা.)-এর যুগে নারীরা কৃষিকাজেও অংশগ্রহণ করতেন। আসমা বিনতে আবু বকর (রা.) থেকে দীর্ঘ এক হাদিসে এসেছে, তিনি বলেন, 'যখন জোবায়ের আমাকে বিয়ে করেন, তখন তার কোনো ধন-সম্পদ ছিল না। এমনকি কোনো স্থাবর জমিজমা, দাস-দাসীও ছিল না; শুধু কুয়া থেকে পানি উত্তোলনকারী একটি উট ও একটি ঘোড়া ছিল। আমি তার উট ও ঘোড়া চরাতাম, পানি পান করাতাম এবং পানি উত্তোলনকারী মশক ছিঁড়ে গেলে সেলাই করতাম, আটা পিষতাম, কিন্তু ভালো রুটি তৈরি করতে পারতাম না।... রাসুল (সা.) জোবায়েরকে একখণ্ড জমি দিলেন। আমি সেখান থেকে মাথায় করে খেজুরের আঁটির বোঝা বহন করে আনতাম। ওই জমির দূরত্ব ছিল প্রায় দুই মাইল।...' (সহিহ বুখারি, হাদিস : ৫২২৪)

হস্তশিল্প : মহানবী (সা.)-এর যুগে নারীরা হস্তশিল্পের কাজ করেও অর্থ উপার্জন করতেন। আয়েশা (রা.) থেকে বর্ণিত, রাসুলুল্লাহ (সা.) বলেন, 'তোমাদের মধ্যে

সর্বপ্রথম সে-ই আমার সাক্ষাৎ পাবে যার হাত সর্বাধিক লম্বা'। সুতরাং তারা নিজ নিজ হাত মেপে দেখতে লাগলেন কার হাত বেশি লম্বা। আয়েশা (রা.) বলেন, 'অবশেষে আমাদের মধ্যে জয়নবের হাতই সবচেয়ে লম্বা স্থির হলো। কেননা তিনি হাতের কাজ করতেন এবং দান-খয়রাত করতেন।' (সহিহ মুসলিম, হাদিস : ৬০৯৪)

আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা.)-এর স্ত্রী রায়িতা (রা.) হস্তশিল্পে দক্ষ ছিলেন। তিনি বিভিন্ন পণ্য তৈরি করে তা বিক্রি করতেন এবং উপার্জিত অর্থ দান করে দিতেন। (মুসনাদে আহমাদ, হাদিস : ১৬০৩০)

অন্যান্য পেশা : স্পেনের অধিবাসী আয়েশা বিনতে আহমদ বিন কাদিম ছিলেন বিখ্যাত ক্যালিগ্রাফার। লুবনি ছিলেন বিশিষ্ট ভাষাবিদ ও আরবি ব্যাকরণশাস্ত্রে পারদর্শী। রাবিয়া কাসিসাহ প্রসিদ্ধ বক্তা ছিলেন। শিফা বিনতে আবদিল্লাহ ছিলেন প্রখ্যাত আইনজ্ঞ। ওমর (রা.) তাকে আদালতের 'কাজাউল হাসাবাহ' তথা 'অ্যাকাউন্ট্যাবিলিটি কোর্ট এবং ও 'কাজাউস সুক' তথা 'মার্কেট অ্যাডমিনিস্ট্রেশন'-এর দায়িত্বে নিয়োগ দেন। (আল-বিদায়া ওয়ান-নিহায়া : ৫/৭৮)

সমাজে নারীর অসামান্য ভূমিকার প্রশংসা করে তেরো শতকের প্রখ্যাত মুসলিম স্কলার আল্লামা ইবনুল কাইয়িম বলেন, 'সমাজের অর্ধেকই নারী। বাকি অর্ধেকেরও জন্ম দেন নারী। তাই নারীরাই যেন পুরো সমাজ।'

তথ্যসূত্র # আতাউর রহমান খসরু, প্রকাশ : ০৮ মার্চ ২০২৩, https://www.deshrupantor.com/412849

ফ্রিল্যান্সিং হতে পারে মুসলিম নারীর বিকল্প কর্মসংস্থান



ইসলাম নারীকে ইজ্জত ও আবরু রক্ষার্থে সলজ্জ ও শালীন জীবন যাপন করতে বলেছে। তবে বর্তমান বিশ্বব্যবস্থায় ইসলামের বিধান মেনে অনেক নারীর পক্ষেই অফিস-আদালতে কাজ করা কঠিন। তবে হ্যাঁ, পৃথক কর্মসংস্থান থাকলে সেটি ভিন্ন। তাই বলে থেমে নেই মুসলিম নারীরা।

ঘরে বসেও পেশাগত জীবনে সাফল্য ছিনিয়ে আনছে তাদের অনেকে। আধুনিক তথ্য-প্রযুক্তি তাদের এমন সুযোগ করে দিচ্ছে। বিকল্প পেশা হিসেবে তারা ফ্রিল্যান্সিং, হস্ত ও কুটির শিল্পসহ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র শিল্পোদ্যোগকে বেছে নিচ্ছে। অনলাইন মার্কেটিংয়ের সুবাদে তারা ঘরে বসে পণ্য বাজারজাত করার সুযোগ পাচ্ছে।

আধুনিক প্রযুক্তির সহযোগিতায় ঘরে বসেই পর্যবেক্ষণ করতে পারছে নিজ নিজ ব্যবসাপ্রতিষ্ঠান। মুসলিম অর্থনীতিবিদদের দাবি, ফ্রিল্যান্সিং হতে পারে মুসলিম নারীদের বিকল্প কর্মসংস্থান। ক্রমবিকাশমান এই কর্মক্ষেত্রে মুসলিম নারীরা নিজেদের মেধা ও প্রতিভার মাধ্যমে স্থান করে নিতে পারে পর্দার বিধান মান্য করেও।

ফ্রিল্যান্সিং পেমেন্ট মাধ্যম ‘পাইওনিয়ার’-এর রিপোর্ট অনুযায়ী ২০১৮ সালে ফ্রিল্যান্সিং মার্কেটের কর্মীদের ঘণ্টাপ্রতি আয় ১১ থেকে ১৮ মার্কিন ডলার।

বাংলাদেশি মুদ্রায় যা ৯৪৬ থেকে এক হাজার ৫৪৮ টাকা। ভবিষ্যতে যা ২৮ মার্কিন ডলার বা ২৪ হাজার টাকায় উন্নীত হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলোর স্থানীয় শ্রমবাজারে যে মূল্যের প্রত্যাশাও অকল্পনীয়। তবে এ জন্য প্রয়োজন কাজ ও

ভাষাগত দক্ষতা। ইউরোপ-আমেরিকার মুসলিম নারীদের জন্য পেশাগত এই দক্ষতা অর্জন করা যতটা সহজ, এশীয় ও আফ্রিকান মুসলিম নারীদের জন্য ততটা সহজ নয়।

অনলাইন মার্কেটিংয়ে সফল কেরি ভুরগারি: কেরি ভুরগারি আমেরিকার টেক্সাসের একজন সফল মুসলিম নারী উদ্যোক্তা। তিনি অনলাইন মার্কেটিং কম্পানি কেরিমেরি ডটকম ও সামাজিক মাধ্যমভিত্তিক গবেষণা প্রতিষ্ঠান হাউসটনের প্রতিষ্ঠাতা। কেরি ভুরগারির কম্পানি কর্মব্যস্ত নারীদের নিয়ে কাজ করে। অনলাইনে কর্মব্যস্ত নারীদের দৈনন্দিন কাজের হিসাব রাখা, পরামর্শ প্রদানসহ বিভিন্ন সেবা দেয় তারা, যেন কর্মব্যস্ত নারীরা নিজ নিজ পেশায় আরো মনোযোগী হতে পারে।

কেরি তাঁর ক্যারিয়ার সম্পর্কে বলেন, 'আমি ঘরে বসে কাজ করতে পছন্দ করি। আমার মনে হয়, এটা আমার জন্য বেশি স্বাচ্ছন্দ্যের ও লাভজনক। কাজের চাপ নেওয়াও আমি অপছন্দ করি। অনলাইনে আমি ব্লগ লেখক হিসেবে উপস্থিত হই। কিন্তু লেখার চাপ নিতে পছন্দ করতাম না। আমার বারবার মনে হতো, একজন ভার্চুয়াল সহযোগী হলে মন্দ হতো না। সেই চিন্তা থেকেই কেরিমেরি ডটকম।'

বুশরা রিবয়ি : ফ্রিল্যান্সার থেকে ব্যবসায়ী: বুশরা রিবয়ি একজন দ্বিভাষিক উদ্যোক্তা। তিনি 'ওয়ার্ক-অ্যাট-হোম মম' বা সংক্ষেপে ডাব্লিউএএইচএম ডটকম ও 'অররা হিকমা'র প্রতিষ্ঠাতা ও পরিচালক। ডাব্লিউএএইচএম ডটকম নারীদের বিকল্প কর্মসংস্থানের জন্য কাজ করে। ঘরে বসে নারীরা কিভাবে অর্থোপার্জন করবে সেই পরামর্শ দেয় তাঁর প্রতিষ্ঠান। আর অররা হিকমা আরবিভাষীদের ভেতর ব্যবসা প্রসার, বহুভাষিক ওয়েবসাইট তৈরি ও উন্নয়ন এবং ডিজিটাল মার্কেটিংয়ের ব্যাপারে উদ্যোক্তাদের পরামর্শ প্রদান ও সহযোগিতা করে থাকে। বুশরা ভিএ ওয়ার্কের একজন অনুবাদক ও রিরাইটার হিসেবে কাজ শুরু করেছিলেন।

তিনি বলেন, 'আমার এজেন্সির মাধ্যমে আমি যে কাজটি করছি, তা আমার কাছে পছন্দনীয়। কারণ এখন আমি কাজে আমার ভূমিকা ও অংশগ্রহণের ব্যাপারে স্বাধীন। যদিও আমি জানি, সারা পৃথিবীতে ফ্রিল্যান্সারদের প্রতি এক শ্রেণির মানুষের এক ধরনের বিরূপ মনোভাব রয়েছে। কেননা, তা মানুষকে ব্যবসার স্বত্বাধিকারী হওয়া সহজ করে দিয়েছে।'

ঘরে বসে কাজ করতে স্বাচ্ছন্দ্যবোধ করেন মালিশা: মালিশা ম্যাকস্কারি নিউজিল্যান্ডের একটি ছোট শহরে বাস করেন। তিনি ঘরে থাকতে স্বাচ্ছন্দ্যবোধ করেন। ৯টা-৫টা অফিসে তাঁর অরুচি। ফলে নিজের ও পরিবারের ব্যয় নির্বাহের জন্য বিকল্প আয়ের চিন্তা করতে হয় তাঁকে। তিনি বলেন, 'আমার ওপর আমার পরিবার নির্ভরশীল। অসুস্থ বাবার দেখাশোনাও আমাকে করতে হয়। তাই অতিরিক্ত আয়ের জন্য সৃষ্টিশীল কিছু করা ছাড়া কোনো উপায় ছিল না।'

মালিশা বর্তমানে একটি ছোট গয়নার ব্যবসা চালান। মূলত তাঁর গয়নায় দেশি ফুলের নকশা গ্রহণ করা হয়, যেন মানুষ ফুল সংরক্ষণে সচেতন হয়। ধীরে ধীরে তাঁর ব্যবসার পরিধি বিস্তৃত হচ্ছে। যদিও তাঁর আগের ব্যবসা বন্ধ হয়ে গেছে, তবু তিনি নিজের সাফল্যের ব্যাপারে আশাবাদী। মালিশা বলেন, 'চার বছর আগে যখন আমার দ্বিতীয় ছেলে হয়, তখন আমি তাকে কোলে নিয়েই কাপড়ের ন্যাপির ব্যবসা শুরু করি। ওয়েবসাইট তৈরির পর অনলাইনে বিক্রি করার পদ্ধতিটি শিখি। প্রথম দিন থেকেই আমি আশাতীত সাড়া পাই। সারা দেশের বিক্রেতারা বলছিল, তারা আমার ন্যাপিটি তাদের দোকানে রাখতে চায়। আমার উদ্যোগটি শুধু আমাকে অর্থের সংস্থানই করেনি, বরং আমার জীবনকে আনন্দিতও করেছে।'

ফ্রিল্যান্সিংয়ে সাফল্য পেতে করণীয়: ফ্রিল্যান্সার এই তিন মুসলিম নারী তাঁদের বিচিত্র অভিজ্ঞতারও বর্ণনা দিয়েছেন। বুশরা বলেন, 'আমি এটা ভেবে খুশি হই যে ঘরে বসে কাজ করার ফলে আমার পাঁচ মাসের মেয়েটিকে সময় দিতে পারি। সে সব সময় আমার চোখের সামনে থাকে। ইচ্ছা হলে পরিবারের সদস্যদের সঙ্গে বের হতে পারি। মালিশার পর্যবেক্ষণ হলো, ঘরে কাজ করার সুবিধা হলো ঘরের অন্যান্য সদস্য, এমনকি শিশুরাও তাতে অংশ নিতে পারে। তারা আমাদের দেখে শেখে এবং অনুপ্রেরণা পায়। ধীরে ধীরে তারা পরিণত হতে পারে।' বিপরীতে কাজের একঘেয়েমি ও পরিপূর্ণ মনোযোগ দিতে না পারার মতো সমস্যার কথাও তাঁরা বলেন। কেরি অনুযোগ করে বলেন, 'অনেক সময় ঘরের কাজ ও পেশাগত কাজের সময়সীমা নির্ধারণ ও নিয়ন্ত্রণ করা কঠিন হয়ে যায়। গ্রাহকের শেষ মুহূর্তের অনুরোধও আমাদের রাখতে হয়।'

সব প্রতিকূলতার পরও বুশরা মনে করেন, ঘরে নারীর বিকল্প কর্মসংস্থান তৈরির ধারণাটি অত্যন্ত সম্ভাবনাময়। কেননা নারীর জন্য দলবদ্ধ কাজের চেয়ে ঘরে কাজ করা অনেক বেশি স্বস্তিকর। এ ছাড়া নিজের সন্তানকে পর্যাপ্ত সময় ও সঙ্গ দেওয়ার প্রশ্নটি এখানে রয়েছে।

মালিশা মুসলিম নারীদের অনুরোধ করে বলেন, 'নিজের প্রতিভার অবমূল্যায়ন করবেন না, বরং সম্ভাবনার দিকগুলো খুঁজে বের করুন। আপনার পক্ষে যেটা সহজ হয় করুন। সেটা চাইল্ডকেয়ার, খাবার ও মিষ্টান্ন তৈরি, শিশুদের কোরআন শেখানো, হোম স্কুলিং—যেকোনো কিছু হতে পারে।' কেরির পরামর্শ, সম্ভাবনা দেখে প্রস্তুতি নিয়েই কাজ শুরু করতে হবে, নতুবা মন ভেঙে যেতে পারে।

তিন নারী উদ্যোক্তার স্বপ্ন ধৈর্য, কার্যকর ব্যবস্থাপনা, দৃঢ় প্রত্যয় মুসলিম নারীদের অনলাইনভিত্তিক কর্মক্ষেত্রে সাফল্য এনে দিতে পারে। এমনকি তরুণী মুসলিমরাও হতে পারে আগামী দিনের সফল ফ্রিল্যান্সার, উদ্যোক্তা ও কর্মসংস্থান সৃষ্টিকারী।

তথ্যসূত্র # অ্যাবাউট মুসলিম, আতাউর রহমান খসরু

০২ অক্টোবর, ২০১৯

https://www.kalerkantho.com/print-edition/islamic-life/2019/10/02/821234,তিন নারীর সাফল্যগাথা

খাদিজা রাদ্বিয়াল্লাহু কি মুমিন নারীদের ব্যবসার আইডল ?



উম্মুল মু'মিনীন আয়িশা রাদ্বিয়াল্লাহু আনহার কাজ কি পুরুষ সাহাবিদের শিক্ষকতা করা ছিলো? তিনি কি সেই অর্থে পুরুষ সাহাবিদের শিক্ষা দিতেন? খাদিজাতুল কুবরা রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহা কি মুমিন নারীদের জন্য স্রেফ ব্যাবসার আইডল?

তাঁর কাজ কি শুধুই ব্যাবসা করা ছিলো? নাকি তাঁর প্রধান পরিচয় হচ্ছে তিনি একজন আদর্শ সংসারী নারী? দ্বীনকে আর ফেমিনিজমকে একই সাথে ম্যানেজ করতে চাওয়া বহু বোনদের মধ্যে এসব নিয়ে অতি বাড়াবাড়ি আছে, ওনারা খাদিজা রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুকে বানায় নারীদের ব্যবসার মডেল, আয়িশা রাদ্বিয়াল্লাহু আনহাকে বানায় মহিলা প্রফেসর। পুরুষ সাহাবিদের শিক্ষক। এভাবে অনেক বিভ্রান্তি ছড়িয়ে তাঁরা সহজ সরল মানুষকে বিভ্রান্ত করে। অনেক পরিবারের মধ্যে এসব নিয়ে তাদের অনুসারীরা ঝামেলাও সৃষ্টি করে।

আমরা যদি আম্মাজান খাদিজা রাদ্বিয়াল্লাহু আনহার দিকে দৃষ্টি দিই, তাহলে দেখবো যে তিনি আসলে সে অর্থে কোনো ব্যবসায়ী ছিলেন না। তাঁর মূল কাজও ব্যবসা ছিলো না। তিনি তাঁর পৈত্রিকসূত্রে সে সমস্ত সম্পদের মালিকানা লাভ করেছেন। তাঁর পিতা ছিলেন একজন বড়ো মানের ব্যবসায়ী। ভালো ম্যানেজিং ক্যাপাসিটিও ছিলো তাঁর। কিন্তু তিনি যখন বার্ধক্যে উপনীত হলেন, তখন কিন্তু তাঁর দ্বারা আর ব্যবসা দেখাশোনা সম্ভব হয়ে ওঠলো না। তিনি যে তাঁর ব্যবসায়ের দায়িত্ব অর্পন করবেন, এমন ছেলেও তাঁর ছিলো না। তাই তিনি তাঁর গুণবতী কন্যা খাদিজার ওপর ব্যবসায়ের দায়িত্ব অর্পন করেছেন।

এই দায়িত্ব আম্মাজান খাদিজার ওপর অর্পন হবার পরেও কিন্তু তিনি ব্যাবসার কাজ নিজেই করতেন না, মানে তিনি নিজে ঘরের বাহিরে গিয়ে ব্যবসা করতেন না। এই

ব্যাবসার কাজ পরিচালনার জন্য, ব্যাবসংক্রান্ত বিষয়াদি দেখাশোনা করার জন্যে তিনি একজনকে নিয়োগ দিতেন। যিনি তাঁর পণ্য-সামগ্রী নিয়ে দেশে দেশে, বিভিন্ন শহরে শহরে সফর করতেন।

খাদিজা তার বাণিজ্য কাফেলার সাথে ভ্রমণ করেননি; পরিবর্তে, তিনি কমিশনের জন্য তার পক্ষে ব্যবসা করার জন্য অন্যদের নিয়োগ করেছিলেন । 595 সালে খাদিজার সিরিয়ায় একটি লেনদেনের জন্য একজন সহকর্মীর প্রয়োজন ছিল। তিনি সিরিয়ায় বাণিজ্যের জন্য তখন 25 বছর বয়সী মুহাম্মদ ইবনে আবদুল্লাহকে নিয়োগ করেছিলেন, এই কথা পাঠিয়েছিলেন যে তিনি তার স্বাভাবিক কমিশন দ্বিগুণ করতে দেবেন।

এভাবেই তাঁর সাথে আমাদের প্রিয় নবি সাইয়্যিদুল মুরসালিন মুহাম্মাদ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওসাল্লামের সাথে পরিচয় এবং বিবাহ।

এবং মা খাদিজা রাদ্বিয়াল্লাহু আনহা বিবাহের পরে ব্যাবসার কাজ পরিচালনা করেননি। তিনি তাঁর সমুদয় সম্পত্তি দান করে দিলেন নিজের স্বামী মুহাম্মাদ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওসাল্লামকে। আর মুহাম্মাদ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওসাল্লামও দ্বীন প্রচার-প্রসার ও প্রতিষ্ঠার কাজে সেই সম্পত্তিগুলোকে ব্যবহার করেছেন। খাদিজা রাদ্বিয়াল্লাহু আনহা বিয়ের পরে সেই অর্থেও আর ব্যাবসায়ী থাকেননি। তিনি তাঁর ঘর-সংসারের কাজে মনোযোগী ছিলেন। করেছেন তাঁর স্বামীর কাজে সর্বাত্মক সহযোগিতা !

মুহাম্মাদ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন হেরাগুহায় ধ্যানমগ্ন ছিলেন, তখন এই খাদিজাতুল কুবরা রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহা-ই কিন্তু সেই গুহায় গিয়ে খুব কষ্ট স্বীকার করেন খাবার দাবার দিয়ে আসতেন। রাসুল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন ওহী নাজিল হবার কালে ভয়ে জড়োসড়ো হয়ে পড়েছিলেন, ভীষণ বিষণ্ণতায় আক্রান্ত হয়ে পড়েছিলেন, তখন কিন্তু এই খাদিজাতুল কুবরা রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহা-ই তাঁকে সাহস যোগাতেন। তাঁর মনে শক্তি সঞ্চয় করতেন। তাঁকে উদ্দীপ্ত রাখতেন।

ইসলাম এবং ফেমিনিজমকে সমন্বয় করতে চাওয়া আমাদের সেই বোনেরা কিন্তু এভাবে স্বামীর জন্য এমন কষ্ট স্বীকার করতে চায় না। ভীষণ অনাগ্রহী এতে তাঁরা। দিনের পর দিন এভাবে এতো দূরে গিয়ে খাবার দিয়ে আসাটাকে তাঁরা অনেকে দাসীর সাথেও

তুলনা করতে দ্বিধাবোধ করে না। সাংসারিক কাজকর্ম তাদের কাছে কথিত দাসত্বেরই চিহ্ন! এই এরাই আবার ব্যাবসায়ী হবার জন্য খাদিজা রাদ্বিয়াল্লাহু আনহাকেই উদাহরণ হিসেবে পেশ করে। অথচ তিনি স্বামী-সংসারের জন্য কীভাবে নিজেকে উজাড় করে দিয়েছেন, কীভাবে দ্বীন প্রচার ও প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে হাজব্যান্ডকে নিবেদিত প্রাণ হয়ে সহযোগিতা করেছেন, সেটা ভুলে যায়!

এখানে একটা বিষয় বলে রাখি, নবুওয়াতি জিন্দেগীর পূর্বেকার কর্ম নবুওয়াতি পরবর্তী সময়ের জন্যে দ্বীন-শারিয়ার দলীল হতে পারে না। নবুওয়াতি জিন্দেগীর সময় তিনি যা করেছেন, একজন মুমিনের কাছে সে-সবই হবে উত্তম দলীল। তবুও আমরা যদি তাঁকে (খাদিজা রাঃ) ব্যবসায়ীর উদাহরণ হিসেবে পেতে চাই, তা-ও সেই অর্থে আর উদাহরণ হিসেবে টেকে না। কারণ, তিনি কোনো ক্ষুদ্র ব্যাবসায়ী হিসেবে বা সাধারণ কোনো উদ্যোক্তা হিসেবেও তাঁর জীবন শুরু করেননি। তিনি ব্যাবসায়ের ভার পেয়েছেন তাঁর ভাই না থাকায় পিতার থেকে। কেউ কেউ বলেন স্বামীর ইন্তেকালের পর তিনি তাঁর স্বামীর সম্পদের মালিকানা লাভ করেছেন।

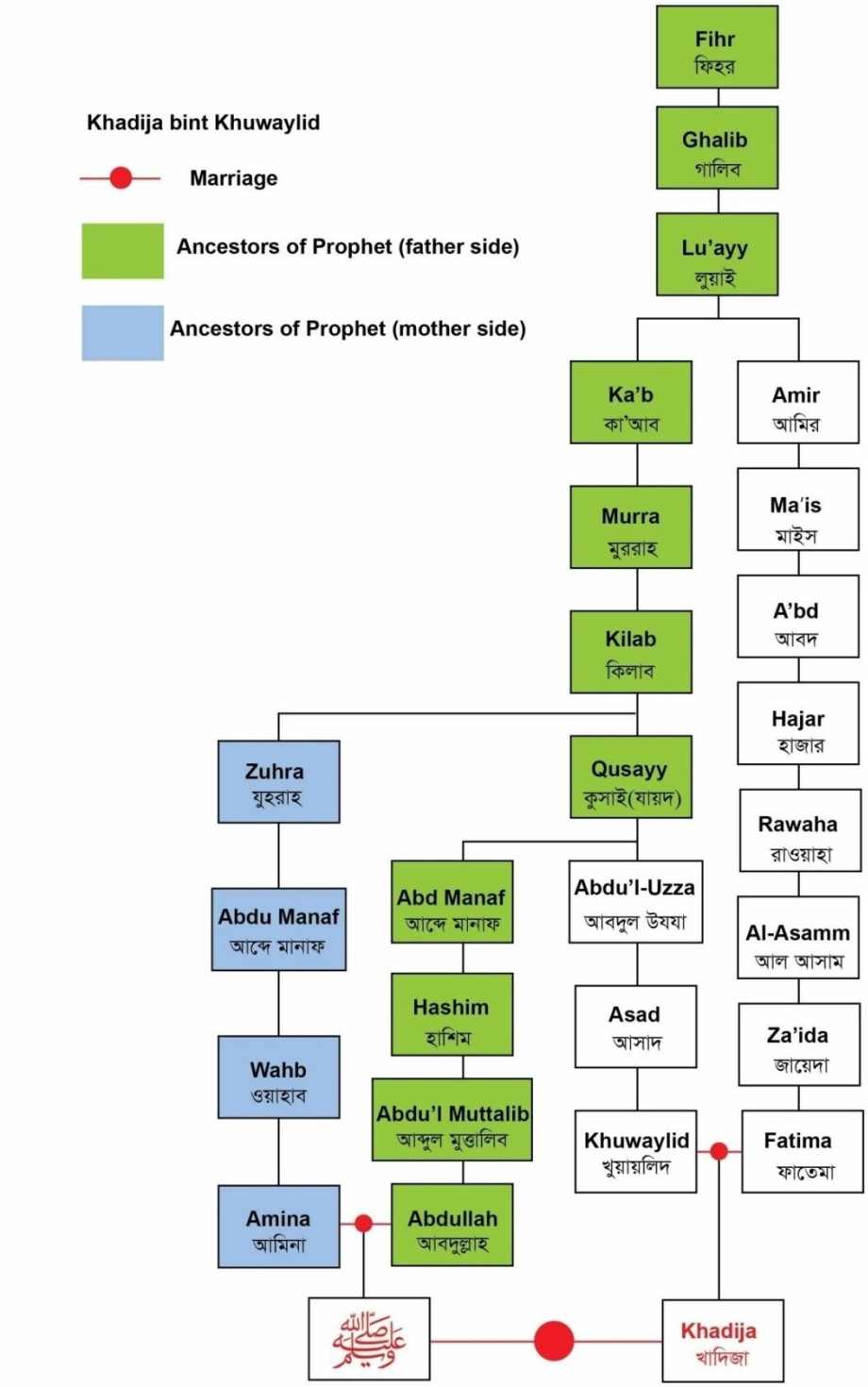
তারমানে কি নারীদের ব্যাবসা-বানিজ্য কিংবা সাবলম্বী হওয়া নিষিদ্ধ? অবশ্যই না। এটা হারাম বা নিষিদ্ধ নয়। তবে এটা এমনও নয় যে, তাদেরকে কথিত সাবলম্বী হবার নাম করে মূল কাজ বাদ দিয়ে দেয়া হবে। কিংবা ব্যাবসা-বানিজ্যকেই বড়ো করে দেখা হবে। আর এক্ষেত্রে উদাহরণ হিসেবে উপস্থাপন করা হবে খাদিজাতুল কুবরা রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহাকে।

নারীদের উপার্জন, ব্যাবসা-বানিজ্য ইত্যাদি বিষয়াদি অবশ্যই প্রয়োজনের ওপর নির্ভরশীল। যে নারীর স্বামী নেই, যিনি বিধবা, উপার্জনক্ষমও কেউ নেই, বাবা বা ভাই-ও নেই, থাকলেও তারা দায়িত্ব পালন করেন না, তার প্রতি খেয়াল রাখেন না; অথচ বাচ্চাগুলো ছোটো ছোটো, তারা জীবীকা নির্বাহ করার মতো বয়সেও উপনীত হয়নি, তখন সে নারীর জন্য অবশ্যই উপার্জন করার মতো কিছু একটা করতে হবে। আর সেটা হতে হবে পর্দার অন্তর্ভুক্ত থেকে। হালালপন্থায়। হতে পারে সেটা ব্যাবসা কিংবা শরীয়াহ সম্মতপন্থায় ভিন্ন কিছু!

কিন্তু আমাদের কাছে দ্বীন আর ফেমিনিজমকে ধারণ করতে চাওয়া মানুষগুলো যেভাবে বিষয়টি উপস্থাপন করে, বিষয়টি মোটেও সেরকম কিছু নয়। সেটা অবশ্যই প্রয়োজনের সঙ্গে সম্পর্কিত।

যাহোক, এর বাহিরেও যদি আপনি ব্যাবসা করার বা উদ্যোক্তা হবার ইচ্ছে পোষণ করেন, কিংবা সে লক্ষ্যে কাজ করেন, তবে সেটা অবশ্যই আপনার নিজস্ব ইখতিয়ার। কারণ এটা হারামও নয়, আবার ইসলাম এটাকে যে খুব দারুণভাবে উৎসাহিত করে, তা-ও না। তাই সেটার সাথে কখনোই উম্মুল মুমিনীন খাদিজাতুল কুবরা রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহাকে যুক্ত করবেন না। ওনাকে কথিত নারীদের ব্যাবসার মডেল হিসেবে উপস্থাপনও করবেন না। তাকে আইডল হিসেবে উপস্থাপন করতে হবে একজন স্ত্রী হিসেবে। স্বামীর অনুগত একজন সংসারী নারী হিসেবে। একজন আদর্শ মা হিসেবে। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়াতাআ'লা আমাদেরকে সঠিক বুঝ প্রদান করুন। আ-মী-ন!

তথ্যসূত্র # ইসলামিক লেকচার, উম্মুল মুমিনীনদের জীবনীর ভুল পাঠ-০১; নিচের ছকটি নেট থেকে নেয়া।


Khadija bint Khuwaylid
Marriage
Ancestors of Prophet (father side)
Ancestors of Prophet (mother side)
Fihr
ফিহর
Ghalib
গালিব
Lu'ayy
লুয়াই
Ka'b
কা'আব
Amir
আমির
Murra
মুররাহ
Ma'is
মাইস
Kilab
কিলাব
A'bd
আবদ
Hajar
হাজার
Zuhra
যুহরাহ
Qusayy
কুসাই(যায়দ)
Rawaha
রাওয়াহা
Abdu Manaf
আব্দে মানাফ
Abd Manaf
আব্দে মানাফ
Abdu'l-Uzza
আবদুল উযযা
Al-Asamm
আল আসাম
Hashim
হাশিম
Asad
আসাদ
Za'ida
জায়েদা
Wahb
ওয়াহাব
Abdu'l Muttalib
আব্দুল মুত্তালিব
Khuwaylid
খুয়ায়লিদ
Fatima
ফাতেমা
Amina
আমিনা
Abdullah
আবদুল্লাহ
Khadija
খাদিজা

খাদিজা (রা.)-র ব্যবসা পরিচালনার ১০টি রীতি



সাইয়িদা খাদিজা (রা.) একজন সম্ভ্রান্ত ও সম্পদশালী নারী ছিলেন। পিতা ও স্বামীর থেকে পাওয়া সম্পদের রক্ষণাবেক্ষণ ও বৃদ্ধির জন্য নানামুখী ব্যবসা পরিচালনা নীতি ও কৌশল অবলম্বন করে দিন দিন ব্যবসায়িক সাফল্যের উচ্চ আসনে আসীন হতে সক্ষম হয়েছিলেন তিনি। বর্তমান সময়েও ব্যবসা-বাণিজ্যের উন্নয়নে সাইয়িদা খাদিজার (রা.) গৃহীত নীতি ও কৌশলগুলো অনুসৃত হয়। তাতে সফলতাও মেলে। ইতিহাসের আলোকে তাঁর কিছু ব্যবসায়িক নীতি ও কৌশলের বিবরণ তুলে ধরা হলো।

১. মুদারাবা চুক্তিতে ব্যবসা পরিচালনা: সাইয়িদা খাদিজা (রা.) ইসলামি অর্থনীতির প্রসিদ্ধতম পদ্ধতি মুদারাবা চুক্তির ভিত্তিতে ব্যবসা পরিচালনা করতেন। নারী হওয়ায় সংগত কারণে তিনি ব্যবসা পরিচালনার কাজে দূর দেশে সফর করতে পারতেন না। এ সমস্যার সমাধানে তিনি মুদারাবা ব্যবসা নীতিগ্রহণ করেছিলেন। তার বিনিয়োগে কর্মীরা শ্রম দিয়ে অংশীদার হয়ে ব্যবসার লভ্যাংশ গ্রহণ করত। (খাদিজা বিনতে খুওয়াইলিদ রাদিয়াল্লাহু আনহা, ড. ইয়াসির ক্বাদি, অনুবাদ: মোহাম্মদ সাইফুল্লাহ, প্রচ্ছদ প্রকাশন, পৃষ্ঠা: ২৫) মূলত তিনি ছিলেন একজন বিনিয়োগকারী। পুরুষ ব্যবসায়ীদের মাধ্যমে তিনি ব্যবসায় বিনিয়োগ করে মুনাফা অর্জন করতেন। (সীরাতে ইবনে হিশাম, খণ্ড ১, পৃষ্ঠা: ১০০; সিরাতুন নববিয়্যাহ, সাল্লাবী, পৃষ্ঠা: ৭০)

বিশ্বের বিভিন্ন দেশে বর্তমানেও প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে ইসলামি অর্থনীতির মুদারাবা নীতি বা পদ্ধতি অনুসরণ করে ব্যবসা পরিচালিত হয়। বিশেষত বিভিন্ন দেশের ইসলামিক ব্যাংকগুলোতে এ নীতি ও পদ্ধতি ব্যাপকভাবে অনুসৃত। একশ্রেণির মানুষ

অর্থ বিনিয়োগ করেন এবং আরেক শ্রেণির মানুষ শ্রম ও মেধা খাটিয়ে ব্যবসার উন্নতি ঘটান। এতে দুই পক্ষই লাভবান হন। বিশ্ব অর্থনীতিতে গড়ে ওঠা ঋণ, অর্থায়ন ও বিনিয়োগ কোম্পানিগুলোর অধিকাংশের নীতি এমনটাই—এক পক্ষের অন্য পক্ষকে বিনিয়োগের সুবিধা দেয়, তাতে উভয় পক্ষই লাভবান হয়। তবে এক্ষেত্রে সবাই সৎ বিনিয়োগকারী ও বিনিয়োগ গ্রহীতা নির্বাচনে সতর্ক থাকেন।

মার্কিন ব্যবসায়ী ওয়ার্ল্ড ডিজনির সাবেক চেয়ারম্যান ও সিইও মাইকেল আইনসনার বলেছেন, 'নিঃস্বার্থ একজন ব্যবসায়িক অংশীদার খুঁজে পাওয়া বিরল। আপনি যদি ভাগ্যবান হন, তবে আপনার জীবনে তা একবারই ঘটবে।' (চাকরি ছেড়ে ব্যবসা, মুবির চৌধুরী, স্বরে অ, পৃষ্ঠা: ৮৩)

২. লভ্যাংশের বিনিময়ে ব্যবস্থাপক: ব্যবসায়িক মুনাফার অংশ প্রদানের চুক্তিতে ব্যবস্থাপক নিয়োগ দিয়ে ব্যবসা পরিচালনা করতেন সাইয়িদা খাদিজা (রা.)। পারিশ্রমিকের পাশাপাশি লভ্যাংশও দিতেন। ব্যবসার জন্য নির্দিষ্ট লভ্যাংশ প্রদানের শর্তে লোকবল বা ব্যবস্থাপক বা পরিচালক নিয়োগ করাটা ছিল তাঁর ব্যবসায়িক কৌশল। (সিরাতুন নববিয়্যাহ, ইবনে ইসহাক, খণ্ড ১, পৃষ্ঠা: ১৭০)

বর্তমান বিশ্বের অনেক বড় বড় কোম্পানিতে লভ্যাংশ প্রদানের ভিত্তিতে বা চুক্তিতে ব্যবস্থাপক নিয়োগের উদাহরণ বা প্রথা পরিলক্ষিত হয়।

বিশেষজ্ঞরা বলেন, এতে কোম্পানির মালিক এবং কর্মী-উভয় পক্ষই সুবিধাপ্রাপ্ত হন। ব্যবসাবাণিজ্য বিশেষজ্ঞরা বলেন, শুধু ব্যবস্থাপক বা বড় কর্মকর্তাদেরই নয় প্রতিষ্ঠানের সব কর্মীকে লভ্যাংশ প্রদানের আওতায় আনা সম্ভব হলে, তা প্রতিষ্ঠানের সমৃদ্ধির পথ খুলে দেবে। কারণ প্রতিষ্ঠানের কর্মীরাই সে প্রতিষ্ঠানের প্রাণ। ভার্জিন গ্রুপের প্রতিষ্ঠাতা রিচার্ড ব্রানসন বলেছেন, 'গ্রাহকরা প্রথমে আসে না। কর্মীরা প্রথমে আসে। আপনি যদি আপনার কর্মীদের যত্ন নেন; তাহলে তারা গ্রাহকের যত্ন নেবে।' (চাকরি ছেড়ে ব্যবসা, মুবির চৌধুরী, স্বরে অ, পৃষ্ঠা: ১৮৮)

৩. ব্যবস্থাপকের ভালো-মন্দ যাচাই: নারী হওয়ার কারণে খাদিজা (রা.) বিদেশে বা অন্য শহরে ব্যবসা পরিচালনার জন্য নিয়মিত সফর করতে পারতেন না বলে

ব্যবস্থাপকের মাধ্যমে এ সমস্ত কাজ করাতেন। কিন্তু সেই ব্যবস্থাপকের গতিবিধি এবং তার বিশ্বস্ততা যাচাইয়ের জন্য কাফেলার সঙ্গে তার নিজস্ব বিশ্বস্ত প্রতিনিধি প্রেরণ করতেন। ব্যবস্থাপকের ভালো-মন্দ যাচাই করার জন্য এটা ছিল তার স্বতন্ত্র একটি ব্যবসায়িক কৌশল।

সাইয়িদা খাদিজার ব্যবসায়িক প্রস্তাবে রাজি হয়ে রাসুলুল্লাহ (সা.) যখন সফরে যাচ্ছিলেন তখন খাদিজা তাঁর ভৃত্য মাইসারাকে তার সহযোগী হিসেবে সঙ্গে পাঠিয়েছিলেন। (সুবুলুল হুদা ওয়ার রাশাদ ফি সিরাতি খাইরিল ইবাদ, মুহাম্মাদ ইবনে ইউসুফ শামি, ০২/২১৯)

অনেক দেশের অনেক প্রতিষ্ঠানে কোম্পানি পরিচালনাকারী ব্যবস্থাপক বা পরিচালকের কাজ যাচাইবাছাই বা পর্যবেক্ষণ করার জন্য আলাদা পরামর্শক বা বিশ্লেষক রাখা হয়। একটি সফল প্রতিষ্ঠান গড়ার নেপথ্যে এমন পর্যবেক্ষক রাখার বিষয়টিকে বর্তমান সময়ের বিশেষজ্ঞরা জরুরি মনে করেন। এ ছাড়া বর্তমানে এমন অনেক তৃতীয় পক্ষ কোম্পানিও রয়েছে, যারা বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান বা কোম্পানির ব্যবস্থাপক থেকে শুরু করে কর্মীসহ সার্বিক কাজের মনিটরিং, অডিটিং ও মূল্যায়ন তদারিক করে।

৪. সিদ্ধান্ত গ্রহণে স্বাধীনতা: মাইসারাকে সাইয়িদা খাদিজা সফরের শুরুতে বলেছিলেন, ‘তুমি তাঁর (মুহাম্মাদ) কোনো নির্দেশ অমান্য করবে না; কোনো সিদ্ধান্তের সাথে দ্বিমত পোষণ করবে না।’ (প্রাগুক্ত: পৃষ্ঠা: ২১৯)

ব্যবসায়িক সফরের সূচনাক্ষণে মাইসারাকে লক্ষ করে খাদিজা (রা,) এই কথায় তার ব্যবসায়িক কর্মকৌশলের আরও একটি গুরুত্বপূর্ণ দিক ফুটে উঠেছে। এ নির্দেশনার মাধ্যমে তিনি ব্যবস্থাপক বা ব্যবসার জন্য নিয়োগকৃত প্রতিনিধি হিসেবে রাসুলুল্লাহকে (সা.) ব্যবসা পরিচালনার স্বাধীনতা এবং সিদ্ধান্ত গ্রহণের সাহস প্রদান করেছেন।

প্রতিষ্ঠান বা কোম্পানি পরিচালনাকারী ব্যবস্থাপককে প্রতিষ্ঠান পরিচালনার ক্ষেত্রে স্বাধীনতা দেওয়ার গুরুত্ব অপরিসীম। একজন দক্ষ ব্যবস্থাপককে স্বাধীনতা দেওয়া হলে ব্যবসা ও প্রতিষ্ঠানের উন্নতি ঘটে।

শুধু ব্যবস্থাপক বা পরিচালক নয়; বিশ্বের সফল সব ব্যবসায়ী এখন প্রতিষ্ঠানের সব কর্মীকে স্বাধীনতা দেওয়ার সুফলের কথা জানাচ্ছেন। ভার্জিন গ্রুপের প্রতিষ্ঠাতা সিইও রিচার্ড ব্রানসন 'আপনার কর্মকর্তা-কর্মচারীদের স্বাধীনতা দিন' শিরোনামে একটি লেখায় বলেছেন, সিইও আর ব্যবস্থাপকদের ব্যবসা পরিচালনা করার স্বাধীনতা দেওয়ার কারণে ভার্জিন গ্রুপ আজ কয়েক ডজন কোম্পানির নেতৃত্ব প্রদানকারী প্রতিষ্ঠান হয়েছে। যদিও এ দর্শন ব্যবসার স্বাভাবিক নিয়মের উল্টো এবং এটিকে নিয়ন্ত্রণের অযোগ্য বলে মনে হতে পারে, কিন্তু বাস্তবতা হলো—এ দর্শনটি ভার্জিন গ্রুপের সাফল্যের অন্যতম চাবিকাঠি।'

৫. পরামর্শকের সহায়তা নেওয়া : সাইয়িদা খাদিজা (রা.) তাঁর চাচাতো ভাই ওয়ারাকা ইবনে নাওফালকে পরামর্শক হিসেবে মানতেন। তাঁর সঙ্গে বিভিন্ন বিষয় নিয়ে পরামর্শ করতেন। খাদিজার ব্যবসায়িক সফলতা, ব্যক্তিগত উন্নত জীবন গঠন এবং আধ্যাত্মিক চিন্তাজগৎ নির্মাণের নেপথ্যে ওয়ারাকা ইবনে নাওফালের পরামর্শের অনেক প্রভাব-অবদান দেখা যায়। সাইয়িদা খাদিজার বাণিজ্যিক অভূতপূর্ব সফলতায় পরামর্শক মেনে চলা এবং মক্কার ব্যবসাবান্ধব পরিবেশের অনেক প্রভাব ছিল। (খাদিজা বিনতে খুওয়াইলিদ (রা.), শাইখ আব্দুল হামিদ মাহমুদ তাহমাজ ও শাইখ ইবরাহিম মুহাম্মাদ হাসান আল জামাল, অনুবাদ: মাহমুদ সিদ্দিকী, দ্বীন পাবলিকেশন্স, পৃষ্ঠা: ৫০)

ব্যবসাপ্রতিষ্ঠান বা যেকোনো ধরনের প্রতিষ্ঠানকে সফল করার জন্য অভিজ্ঞ পরামর্শক রাখাকে বর্তমান বিশ্বের ব্যবসানীতিতে আবশ্যক মনে করা হয়। 'হোয়াই শুড কম্প্যানিজ হায়ার আ বিজনেস কনসালট্যান্ট' শিরোনামে একটি প্রবন্ধে সার্ভেয়াজিস স্ট্র্যাটেজিক কনসাল্টিং প্রাইভেট লিমিটেডের প্রতিষ্ঠাতা সোনিয়া ইয়াদওয়াদকার পরামর্শক নিয়োগের পক্ষে অনেক যুক্তি দেওয়ার পর লিখেছেন, 'পরামর্শক আপনার প্রতিষ্ঠান এবং ব্যবসায় একটি শক্তি ও গতি আনতে সহযোগিতা করবে এবং কৌশলগত নানামুখী সমাধান সরবরাহ করবে। সুতরাং আপনি যদি আপনার প্রতিষ্ঠানের কর্মদক্ষতার স্তরে উন্নতি ঘটাতে চান, প্রতিষ্ঠানের অবকাঠামো মজবুত রাখতে চান, জটিল সব সমস্যার অভিজ্ঞতালব্ধ সমাধান খুঁজতে চান, তাহলে ব্যবসায়িক পরামর্শক রাখুন।'

৬. ব্যক্তিত্ব ও স্বকীয়তা রক্ষা করা: ব্যক্তিত্ব ও স্বকীয়তা বজায় রেখে ব্যবসা পরিচালনা করতেন সাইয়িদা খাদিজা (রা.)। স্বামী বিয়োগের পর মক্কার অনেক ধনাঢ্য ব্যবসায়ী তাঁকে বিয়ে করার প্রস্তাব দিয়েছেন, এমনকি তাদের ব্যবসায় অংশীদারত্ব প্রদানের প্রস্তাবও করেছেন; কিন্তু সাইয়িদা খাদিজা (রা.) সংযতভাবে সব প্রস্তাব ফিরিয়ে দিয়েছেন মূলত দুটি কারণে। এক. কোনোভাবেই তিনি তার ব্যক্তিত্বকে বিসর্জন দিতে চাননি। দুই. ব্যবসায় তিনি নিজস্ব স্বকীয়তা হারাতে চাননি।

ব্যক্তিত্ব ও স্বকীয়তা রজায় রেখে ব্যবসা করাকে বর্তমান সময়ের বিজনেস স্ট্যান্ডার্ড বলা হয়। এটিই ব্যবসার ব্র্যান্ডভ্যালু। বর্তমান সময়ের স্বীকৃত ও সফল বিজনেস বিশেষজ্ঞরা ব্র্যান্ডভ্যালুর প্রতি যত্নবান হওয়ার উপদেশ প্রদান করেন। 'ব্র্যান্ডিং আপনার পণ্যকে অন্য পণ্য থেকে আলাদা করে রাখে। ব্র্যান্ড হলো আইডেন্টিটি বা পরিচয়। সময় পাল্টায়, যুগ বদলায় কিন্তু ব্র্যান্ডের প্রতিজ্ঞা এক বিন্দুও পরিবর্তিত হয় না।' (*বিজনেস ব্লুপ্রিন্ট*, কোচ কাঞ্চন, আদর্শ, পৃষ্ঠা ১২৫-১৩০) প্রতিষ্ঠানকে যখন মানুষ বিশ্বাস করবে, তখন ব্র্যান্ড ইমেজ তৈরি হবে।

৭. আমানতদার ও বিশ্বস্ত কর্মী নিয়োগ: ব্যবসায়িক সফলতা অর্জনে ব্যবস্থাপক নিয়োগের ক্ষেত্রে সততা, আমানতদারিতা এবং বিশ্বস্ততার গুণকে প্রাধান্য দিতেন সাইয়িদা খাদিজা (রা.)। রাসুলুল্লাহ (সা.)-এর প্রতি তাঁর মুগ্ধতার কারণও ছিল এগুলোই। সরাসরি যেহেতু তিনি সফরে যেতেন না তাই সৎ, আমানতদার ও বিশ্বস্ত ব্যবস্থাপকের খুব দরকার ছিল তার এবং এমনটাই খুঁজে ফিরতেন তিনি প্রতি মৌসুমে; প্রতিবার লোক নিয়োগের সময়।

ব্যবসা জীবনের এক বাঁকে খাদিজার কাছে পৌঁছে যায় রাসুলুল্লাহ (সা.)-এর সততা, আমানতদারিতা এবং উত্তম চরিত্রের কথা। যথাযোগ্য মানুষ চিনতে এক মুহূর্ত দেরি করেননি তিনি। দ্রুততম সময়ে রাসুলুল্লাহ (সা.)-এর কাছে তার সম্পদ নিয়ে শামে ব্যবসা করতে যাওয়ার প্রস্তাব পাঠান। খাদিজা তাঁর প্রস্তাবে এও উল্লেখ করেন— সাধারণ কোনো ব্যবস্থাপককে যে লভ্যাংশ দেওয়া হয় রাসুলুল্লাহ (সা.) রাজি হলে এর দ্বিগুণ মুনাফা দেওয়া হবে তাকে। ব্যবসায়িক কাজে সহযোগিতার জন্য সঙ্গে একজন ভৃত্যও দেওয়া হবে। (*উসদুল গাবাহ*, ইবনুল আসির জাজারি, খণ্ড ৭, পৃষ্ঠা ৮০)

আমানতদার, বিশ্বস্ত লোকবল একটি প্রতিষ্ঠান বা উদ্যোগ সফল হওয়ার অন্যতম নেপথ্য শক্তি। প্রত্যেক মানবসম্পদ বিশেষজ্ঞরা এ ব্যাপারে একমত যে প্রতিষ্ঠানের জন্য কর্মী, সিইও বা ব্যবস্থাপক নিয়োগের সময় অবশ্যই সে আমানতদার এবং বিশ্বস্ত কিনা তা যাচাই করতে হবে। ক্যারিয়ার বিশেষজ্ঞ জেনিফার হেরিটি 'ভালো ম্যানেজার বা কর্মীর ১২টি গুণ' নিবন্ধে এসব গুণের কথা উল্লেখ করেছেন।' ('টুয়েলভ স্কিলস অব আ গুড ম্যানেজার', জেনিফার হেরিটি, ইনডেড.কম)

৮. যথার্থ মানবসম্পদের সরবরাহ: সফলভাবে ব্যবসা পরিচালনার জন্য যথার্থ মানবসম্পদের জোগান দেওয়া বা ব্যবসা পরিচালনায় নিয়োজিত ব্যবস্থাপককে লোকবল দিয়ে সহযোগিতা করা ব্যবসায় প্রবৃদ্ধি অর্জনের জন্য খুবই গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। ব্যবস্থাপক হিসেবে সফরে যাওয়ার জন্য খাদিজা (রা.) রাসুলুল্লাহ (সা.)-এর কাছে প্রস্তাব দেওয়ার সময় বলেছিলেন, ব্যবসায়িক কাজে সহযোগিতার জন্য সাথে ভৃত্যও দেওয়া হবে। এ বিষয়টিও খাদিজার ব্যবসায়িক পারদর্শিতা এবং দক্ষ পরিচালনাগুণের প্রমাণ বহন করে।

যথার্থ লোকবলের অভাবে অনেক প্রতিষ্ঠান ব্যবসায় সফল হতে পারে না। আবার অনেক প্রতিষ্ঠান প্রয়োজনের অতিরিক্ত লোকবল নিয়োগ দিয়ে শুরুতেই মাথা ভারী করে ফেলে। অপর্যাপ্ত ও অতিরিক্ত লোকবল এবং অনভিজ্ঞ লোকবল কোনোটাই প্রতিষ্ঠানের জন্য সুখকর নয়। যেখানে যতটুকু লোকবল না হলেই নয়, সেখানে ততটুকু লোকবল অবশ্যই নিতে হবে।

বিজফ্লুয়েন্ট নামে একটি পোর্টালে মানবসম্পদ বিশেষজ্ঞ ডানিয়েল স্মিথ 'দ্য ইমপরটেন্সি অব ম্যানপাওয়ার ইন প্ল্যানিং' নিবন্ধে লিখেছেন, 'সঠিক জনশক্তি বা লোকবল পরিকল্পনা সাংগঠনিক কৌশলের মূল চাবিকাঠি। ব্যবসাপ্রতিষ্ঠান সফল হওয়ার নেপথ্য সূত্র। সঠিক সময়ে সঠিক স্থানে সঠিক লোকবল সরবরাহের ওপর ব্যবসার সাফল্য নির্ভর করে।

৯. বাণিজ্যিক সফরে অভিজ্ঞ লোক মনোনয়ন: খাজিদা (রা.) শামের সফরে রাসুলুল্লাহ (সা.)-এর সঙ্গে মাইসারাকে পাঠানোর অন্যতম কারণ ছিল যে তিনি মাইসারা ছিল অত্যন্ত বুদ্ধিমান, অভিজ্ঞ, ভদ্র ও পরিশ্রমী। তিনি এর আগেও শামে সফর করেছিলেন এবং ওখানকার বাণিজ্যিক কেন্দ্রগুলো সম্পর্কে তাঁর ভালো জানাশোনা ছিল।

(তাবাকাতে ইবনে সাদ, ০১/১৩০; *সীরাত বিশ্বকোষ*, মাকতাবাতুল আযহার, খণ্ড ২, পৃষ্ঠা ২৯৪)

যে দেশ বা স্থান থেকে পণ্যদ্রব্য আনার জন্য লোক পাঠানো হচ্ছে সে দেশ বা স্থান সম্পর্কে অভিজ্ঞ লোকবলকে বাণিজ্যসফরে পাঠানোর পক্ষে প্রায় সব বিশেষজ্ঞই মতামত দিয়েছেন। চেনাজানা অভিজ্ঞ লোক হলে বাণিজ্যসফরে অনেক সুবিধা অর্জন করা সম্ভব।

১০. চুক্তির অতিরিক্ত পারিশ্রমিক ও লভ্যাংশ প্রদান করা: রাসুলুল্লাহ (সা.)-এর নেতৃত্বে শামের বাণিজ্যসফরে বুসরা বাজারে পণ্যদ্রব্য বিক্রিতে অতীতের সব সফরের তুলনায় বিপুল লাভ হলো। বুসরা থেকে ক্রয় করে আনা পণ্যদ্রব্য মক্কায় বিক্রি করেও বিপুল মুনাফা অর্জিত হলো। এ অর্জনে খুশি হয়ে খাদিজা (রা.) রাসুলুল্লাহকে চুক্তির অতিরিক্ত পারিশ্রমিক-লভ্যাংশ দিয়েছিলেন। (*দালায়িলুন নুবুওয়াহ*, খণ্ড ১, পৃষ্ঠা ১৭৩-১৭৪; *সীরাত বিশ্বকোষ*, মাকতাবাতুল আযহার, খণ্ড ২, পৃষ্ঠা ২৯৭)

কর্মী বা ব্যবস্থাপক বা পরিচালকদের চুক্তির অতিরিক্ত পারিশ্রমিক বা লভ্যাংশ প্রদান প্রক্রিয়ার প্রতিষ্ঠানের প্রতি এবং কাজের প্রতি তাদের মনোযোগ বাড়ায়। এতে প্রতিষ্ঠান উপকৃত হয়। যুক্তরাষ্ট্রের কর্নেল ইউনিভার্সিটির ২০১৮ সালের একটি সমীক্ষায় দেখা গেছে, পুরস্কৃত করায় কর্মীদের কাজে আগ্রহ বেড়েছে। আবার পুরস্কার না দিলে কর্মীদের আগ্রহ কমতে শুরু করে। *দ্য বিজনেস জার্নাল*-এর গবেষণা বলছে, 'কর্মচারীদের চুক্তির অতিরিক্ত প্রণোদনা প্রদান প্রতিষ্ঠানকে লাভজনক করে তুলতে সহযোগিতা করে। এর মাধ্যমে সেরা ও নিবেদিতপ্রাণ কর্মী খুঁজে বের করা সম্ভব হয় এবং এর মাধ্যমে টিমওয়ার্ক উন্নত হয়।' ('ওয়ার্কপ্লেস ইনসেন্টিভস দ্যাট ইয়োর এমপ্লয়িজ ওয়ান্ট', আদ্রিয়ান ক্রসিনে, বিজনেসনিউজ ডেইলি.কম, আগস্ট ১৩, ২০২২)

তথ্যসূত্র # ইসলামিক লেকচার, লেখা: মিরাজ রহমান (লেখক ও গবেষক), আপডেট: ২২ আগস্ট ২০২৩

চাকরি বা ব্যবসা বিষয়ক প্রশ্নোত্তর

১। কেউ যদি পড়াশোনা শেষ করে শুধু বাবা-মায়ের খেদমতের জন্যই চাকরি করে আয় করতে চায় এবং বিয়ের পরেও অর্জিত অর্থ তার বাবা-মাকে দিয়ে দিতে চায়। তার এই সিদ্ধান্ত ঠিক কি হবে?

⇒ মেয়ের অর্জিত বা মালিকানাধীন টাকা সম্পূর্ণ তার। এটি তিনি যেকোনো জায়েয ও হালাল খাতে ব্যয় করার পূর্ণ অধিকার রাখেন। কিন্তু কথা হলো তিনি চাকরি কেন করবেন? বাবা-মা কি অক্ষম কিংবা তাদের পরিবার চালানোর আর কেউ নেই? নাকি আবেগ থেকেই এমন চিন্তা এসেছে? কেবল এরকম আবেগের বশে মেয়েদের চাকরি করা জায়েয নেই।

২। আমি একটি চাকরি করি। এখানে সব সময়ই গাইরে মাহরামদের সাথে কাজ করতে হয়। বোরকা পরলেও নিকাব পরা সম্ভব হয় না। আমার স্বামী চায় যে আমি চাকরি করি। চাকরির কারণে আরো কিছু বিষয় আমাকে করতে হয় বা মেনে নিতে হয়, যা শরী' আহ অনুমোদন দেয় না। যেমন শহীদ মিনারে ফুল দেওয়া, গানের অনুষ্ঠান আয়োজন করা বা অংশগ্রহণ করা ইত্যাদি। চেহারা খোলা থাকায় কি আমার গুনাহ হচ্ছে? চাকরিটা কি আমার জন্য হালাল হচ্ছে?

⇒ চেহারা খোলা থাকলে গুনাহ হবে, গাইরে মাহরামদের থেকে দূরত্ব বজায় রেখে না চলা, মিনারে ফুল দেওয়া, গানের অনুষ্ঠান আয়োজন করা- এগুলো সবই হারাম কাজ। স্বামীর কথা এ ক্ষেত্রে মানা জায়েয নেই।

৩। নারী ডাক্তার কি পুরুষের চিকিৎসা করতে পারবে? যেমন ডেন্টিস্টদের কাজই থাকে মুখের ভিতর। তাহলে তারা কি পুরুষদের চিকিৎসা করতে পারবে?

⇒ ছোট বাচ্চা আর একদম বয়োবৃদ্ধ পুরুষ ছাড়া অন্যান্য পুরুষদের চিকিৎসা করতে পারবে না।

৪। কোনো স্বামী যদি স্ত্রীর ভরণ-পোষণের খরচ বহন না করে এমনকি স্ত্রীকে যদি চাকরি করার অনুমতি না দেয় সেক্ষেত্রে ওই স্ত্রীর চাকরি করা কি জায়েয হবে?

⇒ পর্দা রক্ষা করে জায়েয।

৫। আমরা দুই বোন। আমাদের বাবা-মা বয়স্ক এবং আমরা ব্যতীত কার্যক্ষম আর কেউ নেই। এমতাবস্তায় পরিবার চালানোর জন্য অর্থ উপার্জনের উদ্দেশ্যে চাকরি করলে কি গুনাহ হবে?

⇒ শরী'আতের বিধান ঠিক রেখে চাকরি করতে পারলে গুনাহ হবে না ইন শা আল্লাহ। তবে বিবাহিত হলে অবশ্যই স্বামীর অনুমতি লাগবে।

৬. বর্তমান সময় অনেক পুরুষই তার স্ত্রীকে নিচু করে দেখে শুধু সে যথেষ্ট শিক্ষা অর্জন করেও কোনো চাকরি করে না বলে। তারা ভাবে সংসারে তাদের আর্থিক কোনো অবদান নেই বলে তাদের মতামতেরও কোনো গুরুত্ব নেই। পারিপার্শ্বিক পরিবেশে পুরুষদের এই মনোভাব দেখে দ্বীনের বুঝদার অনেক বোনও চাকরি করা ছাড়া বিয়ে করতে চান না। এক্ষেত্রে বোনদের জন্য নাসীহাহ কী হবে?

⇒ সামাজিক এই বিরূপ মানসিকতা দূর করতে হবে। বোনদের বুঝতে হবে আসল সম্মান ও মর্যাদা তা-ই যা আল্লাহ ও তাঁর রাসূল নির্ধারণ করেছেন। এতেই পরম সৌভাগ্য ও সম্মান নিহিত। দুনিয়ার মানুষের নির্ধারিত সম্মান প্রকৃত সম্মান নয়। আল্লাহ * নারীদের সংসার গোছানো ও সংসারে সন্তানের দ্বীনি তারবিয়াতের দায়িত্ব প্রদান করেছেন। এতেই তাদের সম্মান নিহিত। সর্বোপরি দ্বীনদার মেয়েদের উচিত দ্বীনদার কোনো পাত্র দেখে বিয়ে করা। কেননা একজন প্রকৃত দ্বীনদার পুরুষ এমন চিন্তাধারা লালন করবে না বরং সে চাইবে তার স্ত্রীকে তাবত দুনিয়ার মানুষের নজর থেকে আগলে রাখতে।

তথ্যসূত্র # বই = মুহস্বানাত (পবিত্র নারীদের পাঠশালায়)

উপসংহার

পৃথিবীর অতীত ইতিহাসে নারীর মান সম্মান বলতে কিছু ছিল না। প্রাচীন পণ্ডিত এবং দার্শনিকরা দীর্ঘদিন যাবত বিতর্ক করে নিজেদের সময় ব্যয় করেছেন যে, নারীদের মাঝে কি রুহ বা আত্মা বলে কিছু আছে? আর যদি থেকেই থাকে-তাহলে তা কি মানুষের না কোন পশুর? আর যদি মানুষের আত্মা হয়ে থাকে তাহলে পুরুষের বিপরীতে

তার সামাজিক অবস্থান কোথায়? নারীরা কি জন্মগতভাবে পুরুষের দাস? ইত্যাদি। গ্রীক এবং রোমান সমাজেও নারী ছিল নিগৃহীত, নির্যাতিত, শোষিত।

ইসলামী আইনে আদর্শিক, চারিত্রিক সংস্কারের ফলে নারীজাতি সামাজিক যে মর্যাদা ও সম্মান লাভ করেছে, এর দৃষ্টান্ত দুনিয়ার কোন সমাজ ব্যবস্থা, মতবাদ ও ধর্ম উপস্থাপন করতে পারেনি। ইসলামী আইনে নারীজাতি সত্তাগতভাবে জ্ঞান, বিবেক-বুদ্ধি এবং আধ্যাত্মিক মর্যাদা ও উৎকর্ষতার ঐ শিখরে আরোহণ করতে সক্ষম যেখানে পুরুষ আরোহণ করতে পারে। এ মর্যাদা বা সম্মান প্রাপ্তিতে নারীত্ব কোনো বাধা বা অন্তরায় হয়ে দাঁড়ায় না।

আজ বিশ্বব্যাপী নারী স্বাধীনতা ও নারী প্রগতির নামে নারীর নারীত্বকে বিনষ্ট করে দেয়া হচ্ছে। অপরিণামদর্শী কিছু মানুষ নারীকে ভোগের উপকরণ ও ব্যবসায়ী পণ্য রূপে উপস্থাপন করছে। গৃহকর্ত্রী, স্বামীর জীবন সঙ্গিনী, সন্তানের জননী হিসেবে বর্তমান সমাজে নারীর কোনই মর্যাদা দেয়া হচ্ছে না। একমাত্র ইসলামই সার্বিকভাবে নারীকে তার স্বভাবজাত অবস্থানে রেখে যথাযথ মর্যাদা প্রদান করছে। ইসলামী সমাজ ব্যবস্থায় নারী-পুরুষকে স্ব স্ব অবস্থানে রেখেই নিজ নিজ দায়িত্ব পালনে উৎসাহিত করা হয়। এজন্য তাদের আলাদা আলাদা কর্মস্থলের ব্যবস্থা করেছে ইসলাম। ইসলামে নারী পুরুষ উভয়ই মানুষ হিসেবে সমান মর্যাদার অধিকারী। পুরুষত্বের কারণে সম্মান লাভ করবে, নারীত্বের কারণে লাঞ্ছনা ভোগ করবে এরূপ আচরণ ইসলামে পরিত্যাজ্য।

আমাদের কর্তব্য হল নারীকে তার পূর্ণ অধিকার প্রদান করা। তার উপর যুলুম-নির্যাতন, অন্যায়-অবিচার করা হতে সম্পূর্ণ রূপে বিরত থাকা। ইসলামী আইনের নারী অধিকারগুলো যদি সম্পূর্ণরূপে প্রতিষ্ঠা পেয়ে যায় তবে নারীর উপর যাবতীয় অনাচারের পথ রুদ্ধ হয়ে যাবে। তখন কর্মসংস্থানের আবেদনও ফুরিয়ে যাবে। আল্লাহ আমাদেরকে ইসলামী বিধান মতো জীবন পরিচালনা করার তাউফীক দান করুন।

ব্যক্তিগত কলাম



আমি একজন টেক্সটাইল ইঞ্জিনিয়ার। আমি প্রায় ১৩ বছর টেক্সটাইল সেক্টরে জব করি। আলহামদুলিল্লাহ ৩ মাস হলো আমি জব ছেড়েছি। জব ছাড়ার সময় আমার পদবী ছিল ল্যাবরেটরি ম্যানেজার। খুব ভালো বেতন ক্যারি করেছিলাম। প্রায় ৩০ জনের একটি টিম আমি সরাসরি পরিচালনা করতাম। সেই সাথে অন্যান্য ডিপার্টমেন্ট, বায়িং হাউস ও উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের সাথেও আমার খুব ভালো কো-অপারেশন ছিল। আমার পরিপূর্ণ পর্দা করাটা সবাই মেনে নিয়েছিল। এখানে আমার দাওয়াতি কাজের অনেক সুযোগ ছিল। আমি তা পালনে যথেষ্ট চেষ্টাও করেছিলাম আলহামদুলিল্লাহ।

কিন্তু তারপরেও আমি জবটা ছাড়ি শুধুমাত্র আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যে। কারণ জবটা নন-মাহরাম পরিবেশে! যা ইসলাম সাপোর্ট করে না। সেই সাথে ফুল টাইম জব করে বাচ্চা ও পরিবারের হক তো নষ্ট হচ্ছেই!

শুধুমাত্র আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য দাওয়াতের নিয়্যাতে আমার বোনেদের জন্য ব্যক্তিগত কলামটি লেখা।

সমাপ্ত

এই থিসিস পেপারটি একটি ইন্টারন্যাশনাল জার্নালে পাবলিশ করা হয়েছে।

ইন্টারন্যাশনাল জার্নাল লিংকঃ https://www.academia.edu/111370856/